খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৮

মার্চ ১৬-৩১, ২০২৬

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে বিশ্বে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা নিচ্ছে ভারত

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ যোগ দিয়েছিলেন এ বিষয়ে শীর্ষ আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্বরা। মঞ্চটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে এবং এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগে মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে ভারতের নেতৃস্থানীয় ভূমিকাকে জোরদার করেছে।

For e-copy

ভারতে শিকড়, কর্মভূমির প্রতি তাঁদের অবদান রেখে চলেছেন

‘মন কি বাত’ দেশের সাফল্য এবং নাগরিকদের বিষয়ে জানা-বোঝার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসে ‘মন কি বাত’-এ এসে জমা পড়ে নানান পরামর্শ। দেশের নানা প্রান্তে লুকিয়ে থাকা প্রতিভার অন্বেষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অতুলনীয় পারদর্শিতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার থেকে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার নানা আখ্যান জানতে পারেন মানুষ। ২২ ফেব্রুয়ারি ‘মন কি বাত’-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থেকে টি-২০ বিশ্বকাপ- নানা প্রসঙ্গই এসেছে...

- **বাঁক বদল :** বিভিন্ন দেশের নেতা, শিল্পপতি, উদ্ভাবক এবং স্টার্টআপ ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত মানুষ ভারত মণ্ডপমে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে জড়ো হয়েছিলেন। ভবিষ্যতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সে বিষয়ে দিশানির্দেশে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এই সম্মেলন।
- **অতুলনীয় সক্ষমতা :** এই সম্মেলনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ক্ষেত্রে ভারতের পারঙ্গমতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৩টি মেড ইন ইন্ডিয়া এআই মডেলেরও সূচনা হয় সেখানে। বস্তুত, এআই নিয়ে এতো বড় সম্মেলন আগে হয়নি। আমাদের তরুণ প্রজন্মের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।
- **ভারতীয়ত্বের প্রতীক :** ভারতীয়রা যেখানেই যান না কেন, দায়বদ্ধ থাকেন মাতৃভূমির প্রতি। আর অবদান রাখের কর্মভূমির প্রতি- যেখানে তাঁরা থাকেন ও কাজ করেন।
- **অঙ্গদান:** ভারতে অঙ্গদান সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। এর ফলে যাঁদের দরকার, তাঁরা তো উপকৃত হচ্ছেন- পাশাপাশি দেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত গবেষণার কাজেও গতি আসছে। বিষয়টি নিয়ে দারুন কাজ করছেন অনেক মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান।
- **অমৃত মহোৎসব :** স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবে আমি পঞ্চপণের কথা বলেছিলাম- যার মধ্যে একটি হল দাসত্বের মনোভাব থেকে মুক্তি। আজ দাসত্বের চিহ্ন মুছে ফেলছে দেশ। গ্রহণ করছে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নানা প্রতীক। ২৩ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনে ‘রাজাজি উৎসব’ উদযাপিত হল, যা এ বিষয়ে একটি বড় উদ্যোগ।
- **সতর্ক থাকুন :** জালিয়াতদের ফাঁদে পা দেবে না। ব্যাঙ্কের কেওয়াইসি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ করুন ব্যাঙ্কে গিয়েই, অথবা অফিসিয়াল অ্যাপ কিংবা স্বীকৃত মাধ্যমে। ওটিপি, আধার নম্বর কিংবা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত তথ্য কাউকে দেবেন না। আর যে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ- পাসওয়ার্ড পাল্টে ফেলুন মাঝেমাঝে।
- **ঐতিহ্য এবং প্রযুক্তি :** কৃষকরা শুধু অন্নদাতা নন। তাঁরা ভূমির সেবক। মাটিকে কি করে সোনা করতে হয়, তা শিখে নিতে হবে তাঁদের থেকেই। আমাদের কৃষকরা এখন ঐতিহ্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন।
- **ঐতিহ্য ও বিশ্বাসের ধারা :** মহাকুম্ভ কিংবা কেরল কুম্ভ- এসব কিন্তু নিছক স্নানের উৎসব নয়। স্মৃতির পুনর্জাগরণ। ঐতিহ্যকে পুনরায় আলিঙ্গন করা। উত্তরে-দক্ষিণে আছে বিভিন্ন নদী, তাদের তটরেখা আলাদা, কিন্তু বিশ্বাসের ধারা একই- ভারত।
- **জনপ্রিয় নেতারা :** আমাদের দেশে যেসব নেতারা সমাজের জন্য কাজ করেছেন এবং জনকল্যাণকে আদর্শ মেনেছেন, তাঁরা সবসময়ই মানুষের মনে থেকে যাবেন। সেরকমই একজন হলেন আম্মা জয়ললিতা জি।

‘মন কি বাত’ শুনতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার

খণ্ড ৬, সংখ্যা ১৮ | মার্চ ১৬-৩১, ২০২৬

প্রধান সম্পাদক
ধীরেন্দ্র ওঝা
প্রধান মহা নির্দেশক,
প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো,
নতুন দিল্লি

মুখ্য উপদেষ্টা সম্পাদক
সন্তোষ কুমার

বরিষ্ঠ সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
পবন কুমার

সহকারী উপদেষ্টা সম্পাদক
অখিলেশ কুমার
চন্দন কুমার চৌধুরি

ভাষা সম্পাদক
সুমিত কুমার (ইংরেজি)
রজনীশ মিশ্র (ইংরেজি)
নাদিম আহমেদ (উর্দু)

সিনিয়র ডিজাইনার
ফুল চাঁদ তিওয়ারি

ডিজাইনার
অভয় গুপ্তা
সত্যম সিং

১৩টি ভাষায় নিউ ইন্ডিয়া সমাচার পড়তে গেলে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার আর্কাইভে পুরনো সংস্করণ পেতে ক্লিক করুন

https://newindiasamachar.pib.gov.in.archive.aspx

'নিউ ইন্ডিয়া সমাচার'-এর নিয়মিত আপডেট পেতে অনুসরণ করুন
@NISPIBIndia

ভিতরের পৃষ্ঠায়

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ ভারত 'মানব' উদ্যোগের মাধ্যমে দেখিয়েছে কীভাবে নতুন প্রযুক্তিকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করা যায়। এই বিশ্ব সম্মেলন প্রমাণ করেছে যে ভারত সারা বিশ্বে এআই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।··· | ১০-২৭

সেমিকন্ডাক্টর

চিপ উৎপাদনে ভারত স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে

গুজরাটের সানন্দ-এ মাইক্রন টেকনোলজির সেমিকন্ডাক্টর সংযুক্তিকরণ, পরীক্ষণ এবং প্যাকেজিং কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। | ৩০-৩১

নমো ভারতের প্রসার, সহজ ও আরামদায়ক যাত্রা

মিরাটে একই প্ল্যাটফর্ম থেকে নমো ভারত র‍্যাপিড রেল এবং মেট্রো পরিষেবার সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। | ৩৪-৩৫

সংবাদ একনজরে | ৪-৫

ব্যক্তিত্ব : সূর্য সেন
চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়ক | ৬

সক্ষমতা বর্ধনে ধারাবাহিক উদ্যোগ
নিউজ১৮ রাইজিং ভারত সামিটে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী | ৭

জাতীয় টিকাকরণ দিবস : স্বাস্থ্য সমৃদ্ধ ভারতের ভিত্তি
দেশ জুড়ে এইচপিভি টিকাকরণ কর্মসূচির সূচনা | ৮-৯

কেন্দ্রিয় মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত: 'কেরালা' হবে 'কেরলম'
সেবাতীর্থে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত | ২৮-২৯

শক্তিশালী পরিকাঠামো...জীবনযাপন হবে সহজতর
তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরীতে ৭,১০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা। | ৩২-৩৩

বাজেট ওয়েবিনার...উচ্চতর লক্ষ্য অর্জনে পদক্ষেপ
বাজেট ওয়েবিনারে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী | ৩৬-৩৭

সমুদ্র পরিসরে শক্তিশালী হচ্ছে ভারত
সাগরমালা কর্মসূচি বন্দরের উন্নয়ন ও সংযোগ বৃদ্ধিতে গতি এনেছে | ৩৮-৩৯

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজাজি উৎসব
চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন রাষ্ট্রপতি | ৪০-৪১

বিকাশের নতুন পথে রাজস্থান
রাজস্থানে ১৭০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী | ৪২

মূলধন এবং সম্ভাবনার সম্মিলন
৪ দিনের ভারত সফরে এলেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি | ৪৩

কৌশলগত আস্থা থেকে বিশ্ব নেতৃত্ব
ভারত-ফ্রান্স সহযোগিতার নতুন অধ্যায় | ৪৪-৪৫

প্রতিরক্ষা থেকে উদ্ভাবন- ভারত ইজরায়েল সম্পর্কের প্রসার
২ দিনের ইজরায়েল সফরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। | ৪৬-৪৮

প্রকাশক ও মুদ্রক : সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ কমিউনিকেশনের পক্ষে কাঞ্চন প্রসাদ, মহানির্দেশক
মুদ্রণ : জে কে অফসেট গ্রাফিক্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি-২৭৮, ওকলা শিল্পাঞ্চল, ফেজ-১, নতুন দিল্লি-১১০০২০
যোগাযোগের ঠিকানা : রুম নং-১০৭৭, সূচনা ভবন, সিজিও কমপ্লেক্স, নতুন দিল্লি-১১০০০৩
ই-মেল: response-nis@pib.gov.in, **আরএনআই নং :** DELENG/2020/78811

সম্পাদকীয়...

মানুষের জন্য এআই: আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

শুভেচ্ছা !

এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ অনুষ্ঠিত হল নতুন দিল্লির ভারত মণ্ডপমে ১৬-২১ ফেব্রুয়ারি। এই সম্মেলন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আন্তর্জাতিক আলোচলার পরিসরে ভারতকে কেন্দ্রবিন্দুতে এনে দিয়েছে। **"সর্বজন হিতায়, সর্বজন সুখায়,"** -র ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই সম্মেলনে ১১৮টি দেশের প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন ২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। যোগ দিয়েছেন প্রায় ৫ লক্ষ মানুষ। মূল সম্মেলনের আগে হয়েছে ৫৫০টি বিশেষ অনুষ্ঠান। এআই ক্ষেত্রে ১০০রও বেশি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, ৫০০র বেশি বিশেষজ্ঞ এবং আড়াই লক্ষ শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এই সম্মেলনকে বিশ্বের বৃহত্তম এআই সংক্রান্ত আলোচনার মঞ্চ করে তুলেছে। এআই-এর দায়িত্বশীল প্রয়োগ নিয়ে শিক্ষার্থীদের আলোচনা তৈরি করেছে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।

এই সম্মেলনে এআই-কে মানব কেন্দ্রিক উদ্যোগে প্রয়োগের বিষয়ে ভারত সারা বিশ্বের সামনে নিজের বার্তা তুলে ধরে। "ইন্ডিয়া এআই মিশন" এই লক্ষ্যেই কাজ করছে।

সম্মেলনে ২৫০ বিলিয়ন ডলার পরিকাঠামো সংক্রান্ত বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি মিলেছে। ডিপ টেক-এ ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে। এআই পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ভারতের গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্ট হয়েছে এর ফলে।

এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ শেষ হয় দিল্লি ঘোষণাপত্র গ্রহণের মাধ্যমে। এতে সাক্ষর করেছে ৯১টি দেশ এবং বিভিন্ন সংগঠন।

ওই ঘোষণাপত্রে ৭টি বিষয়ে একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিকাশের ক্ষেত্রে "মানবধর্মী" এআই এবং প্রযুক্তির কথা বলেছেন। বিকশিত ভারত এবং জাতীয় নানা উদ্যোগে এই প্রযুক্তির প্রয়োগের বিষয়টি নিয়েই আমাদের এবারের প্রচ্ছদ নিবন্ধ।

ব্যক্তিত্ব বিভাগে পড়ুন চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের নায়ক সূর্য সেনের কথা। সাগরমালা কর্মসূচি, জাতীয় টিকাকরণ দিবস, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রপতি ভবনে চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারির মূর্তির আবরণ উন্মোচন, এই পক্ষকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিভিন্ন কর্মসূচি এবং তাঁর ইজরায়েল সফর নিয়েও লেখা রয়েছে এই সংখ্যায়।

'মন কি বাত' নিয়ে আলোচনা রয়েছে দ্বিতীয় প্রচ্ছদে এবং চতুর্থ প্রচ্ছদে লেখা রয়েছে ২৩ মার্চ শহীদ দিবস প্রসঙ্গে।

(ধীরেন্দ্র ওঝা)

হিন্দি, ইংরেজি এবং আরও ১১টি ভাষায় এই পত্রিকা পড়তে বা ডাউনলোড করতে পারেন।

https://newindiasamachar.pib.gov.in/

চিঠির বাক্স

শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের ক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারে। শিক্ষার্থীরা অনেক সময় আরএসপিসি-র মতো পরীক্ষার প্রস্তুতির মতো অনেক অপ্রয়োজনীয় বইও পড়ে ফেলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই প্রশ্নপত্র তৈরি হয়। সাম্প্রতিক বিষয় জানার ক্ষেত্রে নিউ ইন্ডিয়া সমাচার অত্যন্ত সহায়ক। আমি সম্পাদককে এই বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে বজায় রাখার অনুরোধ জানাই।

akshubishnoiraj@gmail.com

দেশের বিকাশ সম্পর্কে অবহিত থাকার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার খুবই তথ্য সমৃদ্ধ একটি পত্রিকা এখানে সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে জানা যায়। নিয়মিত পত্রিকাটি পেতে চাই যাতে ধারাবাহিকভাবে এইসব বিষয়ে অবহিত থাকতে পারি।

meghalayashikshasamiti02@gmail.com

বিভিন্ন প্রকল্প এবং বিকাশমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার মঞ্চ

নিউ ইন্ডিয়া সমাচার কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প কর্মসূচি এবং দেশের উন্নয়নী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে বড় সহায়। এটি অসাধারণ পত্রিকা।

mhqchoutuppal@gmail.com

বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য থাকে এখানে

আমার নাম তথাগত ভট্টাচার্য। থাকি পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায়। ভালোবাসি নিউ ইন্ডিয়া সমাচার। চমৎকার পত্রিকা। দেশের চলতি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক।

bhattacharyyatathagata6@gmail.com

পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে খুবই উপযোগী

আমার নাম সৌরভ শর্মা। নিউ ইন্ডিয়া সমাচারের প্রতিটি সংখ্যার জন্য অপেক্ষা করে থাকি। প্রতিটি সংখ্যাকেই দেশে এবং প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য থাকে এখানে। পরীক্ষার প্রস্তুতির ক্ষেত্রে তথ্যাদির অসাধারণ এক উৎসব।

Saurabh Sharma
sharmasourav1261@gmail.com

স্বদেশী এলসিএইচ প্রচণ্ড-এ সওয়ার হলেন রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের জয়সালমীরে দেশজ হালকা লড়াকু হেলিকপ্টার প্রচণ্ড-এ সওয়ার হন। এর আগে, তিনি ২০২৩ এবং ২০২৫ সালে যথাক্রমে সুখোই ৩০ এমকেআই এবং রাফাল-এ সওয়ার হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন নয়ন শান্তিলাল বাহুয়া। বিমানবাহিনীর প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ মহেন্দ্র ছিলেন আরেকটি বিমানে। প্রায় ২৫ মিনিটের এই অভিযানে, তারা গাদিসার হ্রদ এবং জয়সালমীর দুর্গের উপর দিয়ে উড়েছিলেন এবং মহড়া হিসেবে একটি ট্যাঙ্ককে নিশানা করেছিলেন। পরে নিজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, "দেশজ হালকা লড়াকু হেলিকপ্টার 'প্রচণ্ড'-এ সওয়ার হওয়া আমার একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এই উড্ডয়ন আমাকে জাতির প্রতিরক্ষা ক্ষমতার প্রতি নতুন করে গর্বিত করেছে। এই উড্ডয়ন সফলভাবে আয়োজনের জন্য আমি ভারতীয় বিমান বাহিনী এবং বিমানবাহিনীর স্টেশন জয়সালমীরের পুরো দলকে অভিনন্দন জানাই।"

তামিলনাড়ুর কৃষকরা বিশ্বের স্বীকৃতি পেয়েছেন

ভারত কৃষি রপ্তানিতে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। তামিলনাড়ু থেকে কানাডায় প্রথম জিআই ট্যাগযুক্ত সালেম সাগুর চালান পাঠানো হয়েছে। এই রপ্তানি ট্যাপিওকা চাষে নিযুক্ত উপজাতীয় সম্প্রদায় সহ অনেক কৃষকের আয় বৃদ্ধি করবে। এটি দেশের কৃষি রপ্তানিকেও শক্তিশালী করবে এবং আন্তর্জাতিক বাজারে সুযোগ তৈরি করবে। তামিলনাড়ু ভারতে ট্যাপিওকার বৃহত্তম উৎপাদক। সালেমের সাগু শিল্প, হাজার হাজার কৃষক এবং ট্যাপিওকা চাষে নিযুক্ত উপজাতীয় সম্প্রদায়ের জীবিকার মূল ভিত্তি। সালেম সাগু এবং শর্করা উৎপাদনের একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে স্বীকৃত এবং হাজার হাজার কৃষক পরিবারের জীবিকার মূল ভিত্তি।

অঞ্জদীপ ভারতের নতুন যোদ্ধা

নতুন যুদ্ধ জাহাজ," অঞ্জদীপ", ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং কৌশলগত সক্ষমতা জোরদার করার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ভারতীয় নৌসেনা ২৭শে ফেব্রুয়ারি চেন্নাই বন্দরে নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল দীনেশ কে ত্রিপাঠীর উপস্থিতিতে আইএনএস অঞ্জদীপকে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে। এই "ডলফিন হান্টার" ভারতীয় নৌবাহিনীর সাবমেরিন-বিরোধী যুদ্ধ ক্ষমতা এবং উপকূলীয় নজরদারি ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, যার লক্ষ্য মূলত উপকূলীয় অঞ্চলে শত্রু সাবমেরিন সনাক্তকরণ, তাড়া করা এবং ধ্বংস করা। জাহাজটি একটি দেশীয়, অত্যাধুনিক সাবমেরিন-বিরোধী অস্ত্র এবং সেন্সর প্যাকেজ দিয়ে সজ্জিত, যার মধ্যে হাল-মাউন্টেড সোনার "অভয়" অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটি হালকা টর্পেডো এবং সাবমেরিন-বিরোধী রকেট দিয়েও সজ্জিত।

“পিএম রাহত”
সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের নগদহীন চিকিৎসা পরিষেবা

সড়ক দুর্ঘটনায় আহতরা যাতে এক ঘন্টার মধ্যে চিকিৎসা পান, সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি বড় উদ্যোগ নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম রাহাত (সড়ক দুর্ঘটনা হাসপাতালে ভর্তি এবং নিশ্চিত চিকিৎসা) প্রকল্প চালু করার অনুমোদন দিয়েছেন। এই প্রকল্পের আওতায়, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত প্রতিটি ব্যক্তি দুর্ঘটনার তারিখ থেকে সাত দিনের জন্য ১,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক জানিয়েছে যে গাড়ি দুর্ঘটনা তহবিল থেকে হাসপাতালগুলিকে খরচ পুষিয়ে দেওয়া হবে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, প্রথম এক ঘন্টার মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা গেলে প্রায় ৫০ শতাংশ মৃত্যু এড়ানো সম্ভব।

জাতীয় মহাসড়কগুলির পাশে ‘মৌমাছি করিডোর’ তৈরি করা হবে

জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ (NHAI) জাতীয় মহাসড়ক বরাবর পরাগরেণু বা মৌমাছি করিডোর তৈরির জন্য প্রথম উদ্যোগ ঘোষণা করেছে। নিছক সৌন্দর্যায়নের জন্য বা পরিবেশ রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির পাশাপাশি মৌমাছি করিডোরটিতে মৌমাছি-বান্ধব উদ্ভিদের একটি ধারাবাহিক রৈখিক অংশ থাকবে – যেখানে ফুলের গাছ থাকায় সারা বছর ধরে মধু এবং পরাগরেণুর প্রাপ্যতা নিশ্চিত হবে। জাতীয় মহাসড়ক বরাবর নিম, করঞ্জ, মহুয়া, পলাশ, বটল ব্রাশ, জামুন এবং শিরীষ সহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ এবং উদ্ভিদ রোপণ করা হবে। NHAI ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে জাতীয় মহাসড়ক বরাবর প্রায় ৪০ লক্ষ গাছ লাগানোর লক্ষ্য রেখেছে, যার মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ “মৌমাছি করিডোর” উদ্যোগের আওতায় রোপণ করা হবে।

যোগব্যায়ামে প্রধানমন্ত্রীর
পুরস্কার - ২০২৬-এর জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ শুরু

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টার ফলে, রাষ্ট্রসংঘ, রেকর্ড সংখ্যক দেশের সম্মতিতে, প্রতি বছর ২১শে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যোগব্যায়াম প্রচারের জন্য চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রীর যোগ পুরস্কার সিরিজে, ২০২৬ সালের জন্য সেইসব ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে যাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা সারাবিশ্বে যোগব্যায়ামকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। আবেদনপত্র জাতীয় পুরস্কার পোর্টাল, www.awards.gov.in এ জমা দেওয়া যেতে পারে। শেষ তারিখ ২১শে মার্চ, ২০২৬। আয়ুষ মন্ত্রক জানিয়েছে যে প্রয়োজনে নিবন্ধনের তারিখ ১৫ দিন বাড়ানো যেতে পারে। প্রতিটি পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি ট্রফি, একটি শংসাপত্র এবং ২৫ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার পাবেন। প্রধানমন্ত্রীর যোগ পুরস্কার ২০২৬-এ, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক উভয় বিভাগে দুটি করে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

জন্ম : মার্চ ২২, ১৮৯৪, মৃত্যু : জানুয়ারি ২২, ১৯৩৪

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক

স্বাধীনতা সংগ্রামী সূর্য সেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে কেবল আওয়াজই তোলেন নি, তার ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিলেন, মা ভারতীর এই অসমসাহসী সন্তান, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়ক পরিচিত ছিলেন 'মাস্টারদা' নামে। সূর্য সেন ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করার এক ভিন্ন কৌশল নিয়ে ছিলেন। নির্মম ব্রিটিশ আধিকারিকরা ফাঁসির আগে তাঁকে অমানুষিক যন্ত্রণা দিয়েছিল, কিন্তু ভাঙতে পারেনি তাঁর মনকে...

সূর্য সেনের জন্ম চট্টগ্রামের নোয়াপাড়ায় (অধুনা বাংলাদেশ) ২২ মার্চ ১৮৯৪ তারিখে। বাবা রামনিরঞ্জন সেন ছিলেন শিক্ষক। ১৯১৬ সালে জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, কলেজের শিক্ষকদের থেকে প্রেরণা পেয়ে তিনি অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন – যাদের লক্ষ্য ছিল দেশ থেকে ব্রিটিশদের তাড়ানো। অসহযোগ আন্দোলনেও যোগ দিয়েছিলেন, গ্রেফতারও হয়েছিলেন তিনি। জেল থেকে বেরিয়ে ইন্ডিয়ান রেভলিউশনারি আর্মি নামে একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে আসেন তিনি। ওই সংগঠনের কাজ ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইকে সংঘবদ্ধ করা।

স্থানীয় যুবকদের একত্রিত করে প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু করেন সূর্য সেন। তিনি বোমা বানানোয় পটু ছিলেন। ১৯৩০-এর ১৮ এপ্রিল ৬০ জনেরও বেশি ছাত্র ৪ টি দলে ভাগ হয়ে সূর্য সেন, গণেশ ঘোষ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদর এবং আরও অনেকের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে ঔপনিবেশিক শাসকের ঘাঁটিতে আক্রমণ করেন। চট্টগ্রামকে যোগোাগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র লুঠ করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

ওই অস্ত্র পরে বিপ্লবীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের।

তাঁরা টেলিগ্রাফ ও রেললাইন বিচ্ছিন্ন করে দেন। অস্ত্রাগারে হানা দেন। কিন্তু গোলাবারুদ তেমন পান নি। তবে, চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করেন তাঁরা। সেখানে অস্থায়ী সরকারও তৈরি হয়। তরুণদের আন্দোলনে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। হতচকিত ব্রিটিশরা প্রথমে পালিয়ে গেলেও পরে ফিরে আসে আরও শক্তি সঞ্চয় করে। শুরু হয় ভয়াবহ দমন পীড়ন। জালালাবাদের পাহাড়ে আশ্রয় নেন সূর্য সেন এবং তাঁর সঙ্গীরা। গ্রামবাসীরা ছিলেন তাঁদের সহায়। গোপন আস্তানা থেকেই ব্রিটিশদের ওপর আক্রমণ শানাতে থাকেন সূর্য সেন। তিনবার ব্রিটিশদের হাত এড়িয়ে গেলেও ১৯৩৩-এর ১৬ ফেব্রুয়ারী ধরা পড়ে যান।

১৯৩৪-এর ১২ জানুয়ারী সূর্য সেন এবং তাঁর সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদারকে ফাঁসি দেয় ব্রিটিশ। সঙ্গীদের লেখা শেষ চিঠিতে সূর্য সেন বলেছিলেন... "মৃত্যু আমার দুয়ারে। অনন্তের দিকে এগিয়ে চলেছে আমার মন... সুন্দর অথচ ভারাতুর এক মুহূর্ত, এই পবিত্র ক্ষণে আমি তোমাদের জন্য কি রেখে যাব? শুধু একটি বিষয় – আমার স্বপ্ন, সোনালী স্বপ্ন – মুক্ত ভারতের স্বপ্ন..." ●

১৯৩৪ –এ ফাঁসির আগে মাস্টারদা সূর্য সেন সঙ্গীদের একটি চিঠি লিখেছিলেন, সেখানে ছিল একটি শব্দের প্রতিধ্বনি : "বন্দে মাতরম" - *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

সক্ষমতা বৃদ্ধির অবিচল প্রচেষ্টা

*শাস্ত্রে বলা হয়েছে, "**तत् त्वम असि!**" অর্থাৎ, আমরা ব্রহ্মের মধ্যে যা খুঁজি তা আমাদের মধ্যেই আছে; আমরা নিজেরাই। আমাদের যে শক্তি আছে তা আমাদের চিনতে হবে। গত ১১ বছর ধরে, ভারত এই শক্তিকে আবিষ্কার করছে। ২৭ ফেব্রুয়ারী নিউজ১৮ রাইজিং ভারত শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, গত ১১ বছরে জাতির চেতনায় একটি নতুন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে...*

কোনও দেশে হঠাৎ করেই শক্তির উত্থান হয় না, এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে তৈরি হয়। জ্ঞান, ঐতিহ্য, কঠোর পরিশ্রম এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তা সমৃদ্ধ হয়। নিউজ১৮ রাইজিং ভারত শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, যখন কোনও জাতির লুকানো শক্তি জাগ্রত হয়, তখন তারা নতুন সাফল্য অর্জন করে। ভারতের ডিজিটাল জন পরিকাঠামো বিশ্বজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

একটা সময় ছিল যখন ভারত কেবল নতুন প্রযুক্তির ভোক্তা ছিল। আজ, ভারত নতুন প্রযুক্তির স্রষ্টা এবং নতুন মান নির্ধারণকারী - উভয়ই। এর কারণ হল ভারত তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে আমরা গর্বের সাথে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব আমাদের অন্য চোখে দেখছে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত, ভারতের কোনও ঘটনা নিয়ে খুব কমই আলোচনা হত বা কমই মনোযোগ দেওয়া হত। আজ, ভারত যা-ই করুক না কেন, এখানে যে কোনও পদক্ষেপই হোক না কেন, তা বিশ্বব্যাপী আলোচিত হচ্ছে। এআই সামিট এর একটি উদাহরণ।

জাহাজ এবং বন্দর পরিকাঠামো শক্তিশালী করা

বিদেশী জাহাজে পণ্য পরিবহনের জন্য ভারত বছরে ৬ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি মাশুল গোনে। সার আমদানিতে বছরে ২.২৫ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়। পেট্রোলিয়াম আমদানিতে বছরে ১১ লক্ষ কোটি টাকা খরচ হয়। এর অর্থ হল প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। বিদেশী জাহাজ সংস্থাগুলিকে ৬ লক্ষ কোটি টাকা গুনে দেওয়া আটকাতে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় জাহাজ পরিবহন এবং বন্দর পরিকাঠামো শক্তিশালী করছে। দেশে সার উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে এবং ন্যানো-ইউরিয়া উৎপাদনেও জোর দেওয়া হচ্ছে। পেট্রোলিয়ামের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে, ইথানল মিশ্রণ, গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন, সৌরশক্তি উৎপাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।"

> **"আমরা উৎপাদনের উপর কাজ করেছি, মেক ইন ইন্ডিয়ার উপর জোর দিয়েছি, আমাদের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছি, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করেছি এবং ভারতকে বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের চালিকাশক্তিতে পরিণত করেছি। এটি ভারতের সাফল্য যে এখন উন্নত দেশগুলি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য এগিয়ে আসছে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

এক সুস্থ ভারতের জন্য এক মজবুত ভিত

এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার আজমেঢ় ও রাজস্থান থেকে দেশজুড়ে হিউম্যান অ্যাপিলোমা ভাইরাস (এইচপিভি) টিকাকরণ অভিযান শুরু করেছে মহিলাদের সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার থেকে সুরক্ষিত রাখতে। এ পর্যন্ত সরকার ১২ ধরনের ব্যাধির বিরুদ্ধে টিকাকরণ অভিযান রূপায়ণ করেছে, যার ফলে সর্বজনীন টিকাকরণের হার পৌঁছেছে ৯৯ শতাংশে। জাতীয় টিকাকরণ দিবস (১৬ মার্চ)-এ আসুন আমরা বুঝে নিই কিভাবে টিকাকরণ জনস্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করে, মহিলা ও শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ...

ভারত সরকার দেশজুড়ে তিন মাস ধরে এইচপিভি টিকাকরণ অভিযান শুরু করেছে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে। এখন কেন্দ্র, রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সরকারের সাহায্যে বিনামূল্যে টিকা দেওয়া হবে ১৪ বছর এবং তার উর্ধ্ব বয়সী কিশোরী কন্যাকে সারা দেশের সকল সরকারি প্রাইমারি ও কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, জেলা ও উপ-জেলা হাসপাতাল এবং সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। অভিযান শুরু হওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে যেসব কন্যা ১৫ বছর বয়সে উপনীত হবে, তারাও এই তিনমাসের বিশেষ এইচপিভি টিকাকরণ অভিযানে টিকা নেওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

বর্তমানে মোটামুটি ১১.৫ মিলিয়ন কিশোরী কন্যা টিকাকরণের উপযুক্ত। টিকাকরণের আওতা বাড়াতে টিকাকরণ অভিযান ৯০ দিন ধরে চলবে প্রতিদিন এবং তারপরেও নিয়মিত টিকাকরণের দিনগুলিতে। এই দেশজোড়া এইচপিভি টিকাকরণ অভিযান একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ভারতীয় মহিলাদের ক্ষমতায়নে এবং সারা দেশের মহিলা ও কন্যাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায়। এই ঐতিহাসিক অভিযানের সঙ্গে ভারত ১৬০টিরও বেশি দেশের অন্তর্ভুক্ত হল যারা এইচপিভি টিকাকরণ অভিযান শুরু করেছে।

প্রতি বছর ইউআইপি-র অধীনে ২৬ মিলিয়ন সদ্যজাত এবং ২৯ মিলিয়ন গর্ভবতী মহিলাদের টিকাকরণ হয়। এর লক্ষ্য, প্রতিটি শিশুর জীবনের প্রথম বছরেই যাতে পুরোপুরি টিকাকরণ নিশ্চিত হয়।

জাতীয় টিকাকরণ অভিযান শুধুমাত্র শিশু এবং মায়েদের সুরক্ষার জন্যই নয়, বরং সুস্থ ভারতের শক্তিশালী ভিত গড়তেও। মিশন ইন্দ্রধনুষ শুরু হয়েছিল ২০১৪-য় সর্বজনীন টিকাকরণের জন্য তা এই ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে নিয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এআই-এর মতো প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করেছে প্রায় ৯৯% টিকাকরণের লক্ষ্যপূরণে।

বিশ্বে সার্ভাইক্যাল ক্যান্সারে মৃত্যুর ২৫ শতাংশই ঘটে ভারতে। এখানে মহিলাদের মধ্যে দ্বিতীয় সবচেয়ে বেশি সাধারণ ক্যান্সার হল সার্ভাইক্যাল ক্যান্সার, প্রতি বছর মোটামুটি ৮০ হাজার নতুন রোগী এবং ৩২ হাজারের বেশি মৃত্যু নিয়ে।

‘নারী শক্তি’র ক্ষমতায়ন এবং মা ও কন্যাদের স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষ্যে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা সকলেই জানি যে যখন একজন মা অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন পরিবার ভেঙে পড়ে। যদি মা সুস্থ থাকেন, তাহলে পরিবার সব সঙ্কটের মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এই ভাবনা থেকেই সরকার মহিলাদের সাহায্য করতে একাধিক কর্মসূচি শুরু করেছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

গত পাঁচ বছরে টিকাকরণ অভিযান ও স্বাস্থ্য সচেতনতা কর্মসূচিগুলিকে আরও কার্যকর করে তুলতে সরকার গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ

- S. রাজ্য, জেলা এবং ব্লক টিকাকরণ টাস্ক ফোর্স নিয়মিত টিকাকরণ অভিযানের কার্যকর রূপায়ণ নিশ্চিত করে।
- সচেতনতা, সামাজিক অংশগ্রহণ, বাড়ি-বাড়ি আলাপ-আলোচনা এবং সংবাদমাধ্যমের মতো কৌশলগত কর্মসূচিগুলি নেওয়া হয় টিকাকরণের আওতার উন্নতি করতে।
- সর্বজনীন টিকাকরণ কর্মসূচির অধীনে ইন্টেনসিফায়েড মিশন ইন্দ্রধনুষের মতো বিশেষ টিকাকরণ অভিযান শুরু হয় যেসব জায়গায় কম টিকাকরণ হয়েছে, সেইসব জায়গার শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের টিকাকরণ করতে।
- ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন ডে (এনআইডি)-র মতো বিশেষ টিকাকরণ অভিযান প্রতি বছর করা হয় পালস পোলিও কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে।
- টিকাকরণের কাজকর্মের জন্য ভিলেজ হেলথ অ্যান্ড নিউট্রিশন ডেজ (ভিএইচএনডিএস) আয়োজিত হয় নির্দিষ্ট দিনগুলিতে।
- স্বাস্থ্য এবং পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক শুরু করেছে U-WIN পোর্টাল শিশু এবং গর্ভবতী মহিলাদের জন্য সব টিকাকরণ কর্মসূচি নথিভুক্ত এবং রেকর্ডিং করার জন্য।

প্রযুক্তি কতটা কার্যকর তা বোঝা যাবে এই তথ্য থেকে যে ২০২৬-এর ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ১১.১২ কোটির বেশি শিশু এবং ৩.৭৮ কোটির বেশি গর্ভবতী মহিলা ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হয়েছেন U-WIN পোর্টালে।

টিকাকরণ অভিযান এখন চালানো হচ্ছে ১৩টি টিকার দ্বারা প্রতিরোধ্য ব্যাধির জন্য। জাতীয় স্তরে টিকাকরণ কর্মসূচিগুলি আয়োজিত হচ্ছে ১১টি ব্যাধির বিরুদ্ধে যার মধ্যে আছে, ডিপথেরিয়া, পার্টুসিস, টিটেনাস, পোলিও, হাম, রুবেলা, বাল্য যক্ষ্মা, রোটাভাইরাস ডায়রিয়া, হেপাটাইটিস-বি, মেনিনজাইটিস ও হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ-বি এবং নিউমোকক্কালের কারণে হওয়া নিউমোনিয়া। জাপানি এনসেফেলাইটিস (জেই)-এর প্রাদুর্ভাব আছে এমন জেলাগুলিতে টিকাকরণ অভিযান চালানো হচ্ছে। ●

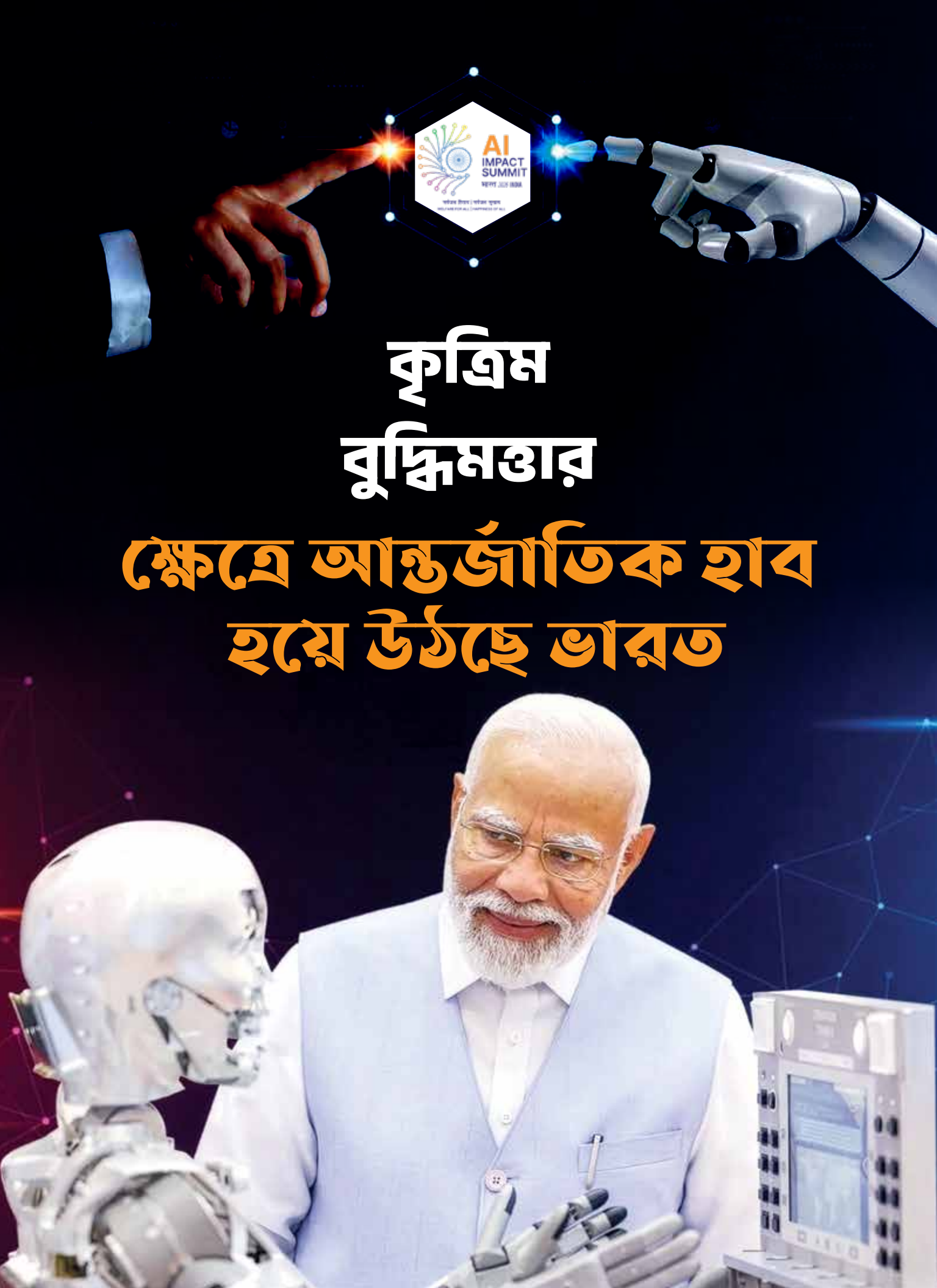

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হাব হয়ে উঠছে ভারত

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভারত এগোলে, বিশ্ব এগোবে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সঙ্গী করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র ক্ষেত্রে ভারত মানবিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নেতৃত্বকে তুলে ধরেছে, "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय." মন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। "মানবিক" দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে নতুন প্রযুক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, তা ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ তুলে ধরেছে ভারত। এই আন্তর্জাতিক সামিট প্রমাণ করেছে যে, এই বিপ্লবে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের সম্ভাবনা এবং সক্ষমতা রয়েছে...

এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন একটি ভিডিও-র মাধ্যমে বধির ও কম শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্য সাঙ্কেতিক ভাষায় এআই ব্যবহার করে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বক্তব্য অনুবাদ করা হয়েছিল।

বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি এআই-ভিত্তিক আইনি-গবেষণা বিশ্লেষণমূলক পন্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় এআই বট-এর মাধ্যমে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর বা ১৯৫০-এর পর থেকে সুপ্রিম কোর্টের রায় সম্পর্কে জানা যাবে।

এআই বিহঙ্গম দৃষ্টির মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ পরিকল্পনার উপগ্রহ ও আকাশ থেকে তোলা ছবির বিশ্লেষণ করা যায়। ৩০,০০০ গ্রামে সোলার প্যানেল বসানোর ক্ষেত্রে পাকা ছাদ চিহ্নিতকরণ এবং এলাকা নির্ধারণে এই ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো হয়েছিল।

SabhaSaar হল একটি এআই সমৃদ্ধ ব্যবস্থা, যা গ্রামসভা ও পঞ্চায়েতের বৈঠকগুলির অডিও বা ভিডিও ইনপুটকে ১৪টি ভাষায় অবিকৃত ও নির্ভুলভাবে অনুবাদ করে।

দেশে ঘূর্ণিঝড় বা বিপর্যয়ের মতো ক্ষেত্রে আইআইটি বম্বে একটি 'স্পেশালি অ্যাওয়ার ডোমেন অ্যাডাপটেশন নেটওয়ার্ক মডেল' তৈরি করেছে, যার মাধ্যমে আকাশ থেকে তোলা ছবি বিশ্লেষণ করে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ নির্ভুলভাবে করা যায়। এমনকি সীমিত তথ্যের সাহায্যে বিপর্যয়ের সময় সঠিক তথ্য প্রদানের পাশাপাশি এটি দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য ত্রাণে সহায়তা করে।

প্রচ্ছদ কাহিনী

ভারতে এইসব এআই সমাধান এই বার্তা দেয় যে, বিচার ব্যবস্থা থেকে ভাষার সহজলভ্যতা, বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা থেকে সাক্ষরতা, কৃষক থেকে চিকিৎসক, পড়ুয়া থেকে স্টার্টআপ এবং মহিলা থেকে তরুণ, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-র সুযোগ-সুবিধা পৌঁছে যাচ্ছে। এআই-এর ক্ষেত্রে মহা শক্তিধর দেশ হয়ে ওঠার পথে ভারত দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে একটি আন্তর্জাতিক এআই হাব, উদ্ভাবন, স্টার্টআপ এবং ডিজিটাল অগ্রগতির এক নতুন শক্তি হয়ে উঠছে ভারত। বিশ্বের বৃহত্তম প্রযুক্তিগত বিপ্লব - কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) - এখন নিয়ন্ত্রণ করছে ভারত, এটি শুধুমাত্র একটি প্রযুক্তি নয়, সেইসঙ্গে ভারতের আর্থিক শক্তির এক নতুন ইঞ্জিন হয়ে উঠছে। ভারতে এআই-এর ব্যবহার বিশ্বে অন্য দেশগুলির থেকে পুরোপুরি আলাদা। গোটা দুনিয়া যখন তার নিজের শক্তি বাড়াতে এআই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে লগ্নি করছে, তখন "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ"-এর ভাবনাকে সঙ্গী করে সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষ এবং সমস্ত মানুষের কল্যাণে এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হল, প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়, একে প্রতিটি তরুণ, প্রতিটি কৃষক, প্রতিটি শিল্পোদ্যোগী, প্রতিটি পড়ুয়ার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই ভারতীয় এআই হল সকলের জন্য এআই, এর অর্থ হল, এআই-এর মতো সকলের জন্য প্রযুক্তি।

ভারত তার উন্নয়ন যাত্রায় এক গুরুত্বপূর্ণ স্তরে রয়েছে। এই উন্নয়নে প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। ভারতে এখন ৬০ লক্ষের বেশি প্রযুক্তি এবং এআই পেশাদার কাজ করছেন। ১৮০০-র বেশি গ্লোবল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার, যার মধ্যে ৫০০টির বেশি পুরোপুরি এআই-এর ওপর মনোনিবেশ করেছে। তাই ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম এআই মেধা হাব হয়ে উঠছে। এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হল, প্রায় ২,০০,০০০ স্টার্টআপের মধ্যে ৮৯ শতাংশ তাদের কাজের ক্ষেত্রে এআই ব্যবহার করছে। ন্যাসকম-এর মতে, ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে ৮৭ শতাংশ এআই গ্রহণ করেছে। দেশের মোট এআই মূল্যমানের ৬০ শতাংশ গাড়ি, খুচরো, বিএফএসআই এবং স্বাস্থ্য পরিচর্যা, এই চারটি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু প্রকৃত পরিবর্তন এসেছে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে। এআই ডেটা সেন্টারে প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে এবং অতিরিক্ত ৯০ মিলিয়ন ডলার ঘোষণা করা হয়েছে। এটি সূচনা মাত্র। সাধারণ বাজেট ২০২৬-২৭-এ এআই এবং ডিজিটাল পরিকাঠামোকে জোরদার করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বাজেটে ক্লাউড সংস্থাগুলির জন্য ২০৪৭ সাল পর্যন্ত কর ছাড়ের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, এই সময়ের মধ্যে ভারত একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। ডেটা সেন্টার পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য ১৫ শতাংশ আইনি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেইসঙ্গে অর্থের সীমা ৩০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ কোটি করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

> কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা হল মানুষের ইতিহাসে এমনই এক পরিবর্তন। আজ আমরা যা দেখি, আজ আমরা যা অনুমান করি, সেগুলি হল এর প্রভাবের আগাম সংকেত। এআই যন্ত্রকে বুদ্ধিমান করে তুলছে, কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ হল, এটি মানুষের সক্ষমতা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সময়ের পার্থক্য হল গতি এবং মাত্রা উভয়ই নজিরবিহীন হয়ে উঠেছে।
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) কী?

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) হল, একটি প্রযুক্তি যা যন্ত্রকে দিয়ে কাজ করায়, যেগুলি সাধারণত করার জন্য মানুষের ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন হয়। এটি যন্ত্রকে অভিজ্ঞতা থেকে শেখায়, উপযোগী করে তোলে, নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে শেখায় এবং সমস্যার সমাধান করে। এআই ডেটা ব্যবহার এবং বিশেষ কম্পিউটার প্রোগ্রামের মাধ্যমে তথ্যকে বিশ্লেষণ করে, এর ধরন চিহ্নিত করে এবং এইসব ধরনের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় সাড়া বা সিদ্ধান্ত প্রদান করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি এর কার্যকারিতার উন্নতি ঘটায়, আরও বেশি বিশ্লেষণের উপযোগী হয়ে ওঠে, সিদ্ধান্ত নেয় এবং মানুষের মতোই আদান-প্রদান করে।

এআই সামিটের লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এর বিষয়বস্তু হল, "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय," এর অর্থ হল "সকলের কল্যাণ, সকলের সুখ"। এর লক্ষ্য হল, এআই-এর ক্ষেত্রে ভারতকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা এবং একটি ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরি করা, যেখানে এআই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, অন্তর্ভুক্তিমূলক অগ্রগতিকে তুলে ধরবে এবং আমাদের গ্রহকে রক্ষা করবে।

> **সামিটে সিইও গোলটেবিল বৈঠকে এআই, প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন জগতের সংশ্লিষ্টরা একত্রিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্রধান নজর ছিল, এআই-এর প্রসার, আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করা এবং অগ্রগতির সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করা। এটি অত্যন্ত উৎসাহব্যাঞ্জক যে, মানুষের অগ্রগতি এবং সুস্থিতিশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে এআই ব্যবহারের পারস্পরিক অঙ্গীকার।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

এর অর্থ হল, দেশে একটি পরিপূর্ণ এআই পরিমণ্ডল গড়ে তুলছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই লক্ষ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল, ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট। ফেব্রুয়ারি ১৬-২০, ২০২৬-এ ভারত সাফল্যের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম এআই সামিটের আয়োজন করেছে। এটি এআই-এর ক্ষেত্রে ভারতের নেতৃত্বের একটি বার্তা।

নতুন দিল্লি এআই ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে বিশ্ব

নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এআই ইমপ্যাক্ট ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছে বিশ্ব। সমতা, সহজলভ্যতা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে "সকলের জন্য এআই"-কে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এসেছে ভারত। ৯১টি দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন নতুন দিল্লি ঘোষণাপত্রকে সমর্থন জানিয়েছে, এতে সহযোগিতামূলক, বিশ্বাসযোগ্য, বলিষ্ঠ এবং কার্যকর এআই-এর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরা হয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এটি একটি মাইলফলক।

এআই-এর জন্য অংশীদারিত্বমূলক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি

"सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" (সকলের কল্যাণ, সকলের সুখ) নীতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে ঘোষণাপত্রে জোর দেওয়া হয়েছে যে, এআই-এর সুযোগসুবিধা সমস্ত মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে নিতে হবে। এতে বলা হয়েছে :

- আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে মজবুত করা এবং বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ
- জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।
- সহজলভ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য কাঠামোর মধ্যে দিয়ে এআই-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

দায়িত্বশীল এআই গ্রহণের ক্ষেত্রে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড

ভারত শুধুমাত্র এআই বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ উদ্ভাবন করছে না, সেইসঙ্গে দায়িত্বশীল এআই গ্রহণের প্রতিও অঙ্গীকারবদ্ধ। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২৫০,৯৪৬ জন মানুষের দায়িত্বশীল এআই অঙ্গীকার গ্রহণের মাধ্যমে ভারত গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড স্থাপন করেছে। দেশজুড়ে প্রচারাভিযান ছাত্রছাত্রী এবং নাগরিকদের বিধিসম্মত, স্বচ্ছ এবং দায়িত্বশীল এআই ব্যবহারের প্রতি প্রেরণা জুগিয়েছে।

স্টার্টআপ বুক

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক এআই ইমপ্যাক্ট স্টার্টআপ বুক প্রকাশ করেছে। এই বইটিতে ভারতের এআই এবং ডিপ-টেক স্টার্টআপ পরিমণ্ডলে ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক প্রভাব তুলে ধরা হয়েছে।

আগামী দিনের বিনিয়োগ

আগামী বছরগুলিতে এআই পরিকাঠামো, ভিত্তিগত মডেল, হার্ডওয়্যার এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে শত শত বিলিয়ন ডলার লগ্নি করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে...

$১১০

বিলিয়ন আগামী সাত বছর ধরে বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ।

$১১০

বিলিয়ন ২০৩৫ সালের মধ্যে বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেছে আদানি এন্টারপ্রাইজ

$১৫ বিলিয়ন গুগল বিনিয়োগ করবে বিশাখাপত্তনমে

- ৫ বিলিয়ন ডলার ৫ বছর ধরে লগ্নি করবে জেনারেল ক্যাটালিস্ট
- ১০ বিলিয়ন ডলার লগ্নি করবে লাইটস্টিড ভেঞ্চার পার্টনার্স।
- ১১ বিলিয়ন ডলার মহারাষ্ট্রে বিনিয়োগ করবে টাটা গ্রুপ।

আন্তর্জাতিক এআই মানচিত্রে ভারতের নতুন পরিচয়

शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं धारणां तथा।
ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञानं च धीगुणाः॥

অর্থাৎ বুদ্ধি, যৌক্তিকতা এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রত্যেকের কাছে উপযোগী করে তুলেছে। ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এরও লক্ষ্য ছিল, এআই কীভাবে সকলের উপকার করতে পারে। সেই কারণে এই সামিটের বিষয়বস্তু "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय," নীতির ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছিল, যার অর্থ হল সকলের কল্যাণ, সকলের সুখ। কোনও সন্দেহ নেই যে, এআই-এর জগতে ভারতের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যেমনটি দেখা গেছে ২০২৬-এর গ্লোবাল সামিটে। এই সামিটে এআই আন্তর্জাতিক মানচিত্রে ভারত এক নতুন পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। আন্তর্জাতিক অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তনকারী হয়ে উঠেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা।

২০৩২-এর মধ্যে ভারতের এআই বাজার ১৩১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে

কম্পিটিশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া (সিসিআই)–এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এআই-এর আন্তর্জাতিক বাজার ২০২০-র ১০৩.৬ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ২০২৪-এ ২৮৮.৮ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। একই সময়ে ভারতে এআই-এর বাজার ২.৯৭ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে ৭.৬৩ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। ২০৩২-এর মধ্যে ভারতে এআই-এর বাজারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩১.৩১ বিলিয়ন ডলার, বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি হারে (সিএজিআর) ৪২.৩%।

১১৮+ দেশের এআই সামিটে অংশগ্রহণ

এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে ১১৮টি দেশের ৫০০,০০০-এর বেশি প্রতিনিধি যোগ দেন। ২০টি দেশের সরকারের শীর্ষ পদাধিকারীরাও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ১০০-র বেশি আন্তর্জাতিক এআই নেতৃবৃন্দ, সিইও, সিএক্সও এবং ৫০০-র বেশি প্রথম সারির এআই বিশেষজ্ঞ অংশ নিয়েছিলেন।

স্বাস্থ্য পরিচর্যায় এআই-এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার

- ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ দুটি নতুন ডিজিটাল স্বাস্থ্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে - SAHI (স্ট্র্যাটেজি ফর আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইন হেলথকেয়ার ফর ইন্ডিয়া) এবং BODH (বেঞ্চমার্কিং ওপেন ডেটা প্ল্যাটফর্ম ফর হেল্থ এআই)। এই উদ্যোগগুলি ভারতের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ব্যবস্থায় নিরাপদ, বিধিসম্মত এবং প্রমাণভিত্তিক এআই-এর ব্যবহারকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

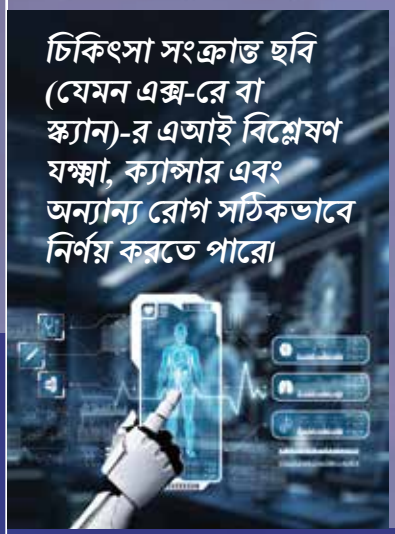

- এআই বিশেষভাবে গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে স্বাস্থ্য পরিচর্যাকে সহজলভ্য ও উন্নত করে তুলছে।
- এআই-সক্ষম রোগনির্ণয় যন্ত্র রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করে থাকে।
- এআই-ভিত্তিক টেলিমেডিসিন চিকিৎসকদের সঙ্গে গ্রামের রোগীদের যোগাযোগ গড়ে তুলছে, যাতায়াত ও অপেক্ষার সময় সাশ্রয় করছে।
- রোগের প্রাদুর্ভাবের ক্ষেত্রে আগাম সতর্কতা প্রদানে এআই সাহায্য করে থাকে।
- এটি ওষুধ আবিষ্কার এবং রোগীদের যথাযথ সহায়তা করে থাকে।

ভারত-ফ্রান্স স্বাস্থ্য এআই সেন্টার

নতুন দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এ ফরাসি প্রেসিডেন্টের উপস্থিতিতে ইন্দো-ফ্রান্স সেন্টার ফর এআই ইন হেল্থ (আইএফ-সিএআইএইচ) চালু করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল, এআই-ভিত্তিক গবেষণা, ডাক্তারি শিক্ষা ও উদ্ভাবনকে তুলে ধরার মাধ্যমে জটিল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাকে খতিয়ে দেখা। ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেছেন যে, ভারত এবং ফ্রান্স তাদের নিজস্ব বিশ্বাসযোগ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নত কম্পিউটিং সক্ষমতা এবং প্রতিভা তৈরিতে অঙ্গীকারবদ্ধ। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন যে, আমরা শুধুমাত্র অন্য দেশের প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করতে পারি না।

বিশ্বের কাছে এআই বলতে শুধুমাত্র একটি জিনিসকে বোঝায় : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কিন্তু ভারতের কাছে এর দুটি অর্থ রয়েছে: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং উচ্চাকাঙ্খী ভারত। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সুযোগ হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এআই-এর ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির অন্যতম। এই সামিটে এআই-এর এই সক্ষমতার কথা ঘোষণাপত্রে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রথম কোনও একটি উন্নয়শীল দেশে গ্লোবাল এআই সামিট অনুষ্ঠিত হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ফরাসী প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দ্য সিলভা সহ ১৫ থেকে ২০টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, ৫০ জনের বেশি আন্তর্জাতিক মন্ত্রী এবং ১০০টির বেশি দেশ এতে অংশ নিয়েছিল, যা থেকে এই সামিটের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য নামগুলির মধ্যে রয়েছে গুগলের সুন্দর পিচাই এবং ওপেন এআই-এর সাম অল্টম্যান। এই সামিট দেশের কাছে এক ঐতিহাসিক সুযোগ এনে দিয়েছে। এআই-এর পরিবর্তন এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন গতি এনেছে। উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান, স্টার্টআপ এবং সরকারগুলির সঙ্গে এক শক্তিশালী সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

মহিলা-পরিচালিত এআই

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ জনসাধারণের কল্যাণ এবং ডিজিটাল গণ পরিকাঠামোর লক্ষ্যে মহিলা-পরিচালিত এআই-কে তুলে ধরা হয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক, পরিমাপযোগ্য এবং ইমপ্যাক্ট-ফার্স্ট এআই সমাধানের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হিসেবে ১০টি মহিলা পরিচালিত স্টার্টআপকে সম্মানিত করা হয়।

কৃষিক্ষেত্রে এআই-এর ব্যবহার

কোন ফসল বপন করতে হবে, কখন বপন করতে হবে, কত পরিমাণ সার ব্যবহার করতে হবে এবং চাষাবাদের সঠিক সময় জানতে উপগ্রহ চিত্র, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, মাটির তথ্য এবং ফসলের ধরন বিশ্লেষণের মাধ্যমে এআই কৃষকদের সহায়তা করে থাকে। পোকামাকড় এবং রোগ সম্পর্কে সঠিক সময়ে সতর্কতা থেকে শুরু করে উন্নততর সেচের পরিকল্পনা ও সারের ব্যবহার, এআই চাষাবাদকে আরও যথাযথ, সুদক্ষ এবং কম ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে।

- একটি নতুন ডিজিটাল সঙ্গী "Bharat-VISTAAR" চালু করা হয়েছে। ফোনকল, চ্যাটবট এবং ভবিষ্যতে একটি অ্যাপের মাধ্যমে এআই-ভিত্তিক এই প্ল্যাটফর্ম আবহাওয়া, বাজারদর, পোকামাকড় ও রোগ, মৃত্তিকা, ফসল সতর্কতা এবং প্রকল্প সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে থাকে। কৃষকরা এখন 155261 নম্বরে ফোন করতে পারেন এবং তাঁদের প্রশ্নের তাৎক্ষণিক জবাব পেতে পারেন।

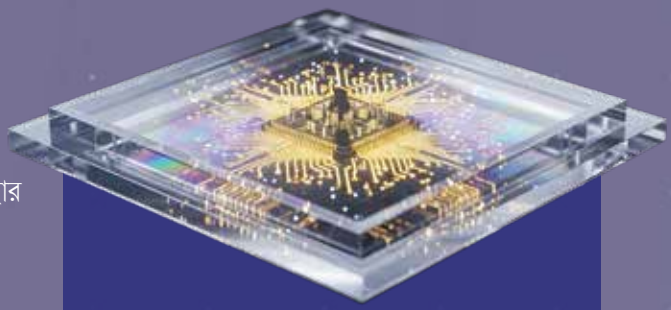

জাতীয় এআই পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা হবে

জাতীয় এআই পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করতে বর্তমানের ৩৮,০০০ জিপিইউ-র সঙ্গে আরও ২০,০০০ জিপিইউ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬-এ এই ঘোষণা করেছেন বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। জিপিইউ (গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট) হল, একটি শক্তিশালী কম্পিউটার চিপ। এটি যন্ত্রকে দ্রুত ডেটা বুঝতে, ছবি যাচাই করতে, এআই প্রোগ্রাম চালাতে এবং প্রচলিত প্রসেসরের চেয়ে আরও দ্রুত এবং দক্ষতার সঙ্গে জটিল কাজ সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করে থাকে।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে উন্নত সমন্বয় গড়ে তোলা হবে। সরকারি পরিষেবায় পরিবর্তন আনতে এআই ব্যবহার করা হবে। দায়িত্বশীল এবং বিধিসম্মত এআই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে একটি নীতি কাঠামো তৈরি করা হবে।

ভারতের 'MANAV' দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে প্রেরণামূলক এআই

ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়া-এআই ইমপ্যাক্ট সামিট নতুন প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণ, মানব কল্যাণে এর ব্যবহার, সুশাসন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই সামিটে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বের সামনে 'MANAV' দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। এর অর্থ হল, এআই-কে কর্মসংস্থানের সঙ্গী হয়ে ওঠা উচিত, শত্রু নয়। গ্রামাঞ্চল ও গরিব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছনো উচিত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো উচিত, এবং ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সশক্ত করা উচিত। ভারতের মডেল পশ্চিমী দেশগুলির চেয়ে আলাদা। এখানে এআই-কে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক সুবিধা হিসেবে নয়, সেই সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবেও দেখা হয়।

... সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে
বিদ্যালয়গুলিতে বুনিয়াদি এআই সাক্ষরতা

- জাতীয় শিক্ষা নীতি (এনইপি) ২০২০-তে আবশ্যিক দক্ষতা হিসেবে ডিজিটাল এবং এআই সাক্ষরতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
- গ্রেড ৩ থেকে এআই এবং কম্পিউটার সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- ইয়ং এআই ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ৮-১২ গ্রেডের ছাত্রছাত্রীদের ৮টি বিষয়ভিত্তিক ক্ষেত্রে এআই-এর প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করছে।
- সকলের জন্য ইয়ং এআই হল, ১১টি ভাষায় বিনা খরচে জাতীয় এআই সাক্ষরতা পাঠক্রম, এর লক্ষ্য হল, ১ কোটি নাগরিককে বুনিয়াদি এআই শিক্ষা প্রদান করা।

শিক্ষায় এআই-এর ব্যবহার

শিক্ষাকে একাত্মতামূলক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সহজলভ্য করে তুলছে এআই। এআই-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম প্রত্যেক পড়ুয়ার চাহিদা এবং শিক্ষার গতি অনুযায়ী বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করছে, এর ফলে ধীর গতি এবং দ্রুতগতির শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হচ্ছে। এআই ভাষার অনুবাদকেও সহজ করে দিয়েছে, আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে বিষয়বস্তু শেখা সম্ভব হচ্ছে। এআই-ভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া মেলে এবং ২৪ ঘন্টা শিক্ষায় সহায়তা করে। DIKSHA-র মতো প্ল্যাটফর্মগুলিও এআই ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রুপের পড়য়াদের শিক্ষাগত বিষয়বস্তু সহজভাবে প্রদান করছে। সরকার আইআইটি মাদ্রাজে এআই শিক্ষার জন্য একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

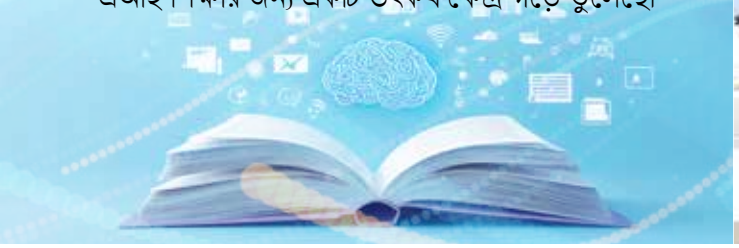

বৃত্তিমূলক ও শিল্প-সংযুক্ত প্রশিক্ষণ

- কৌশল ভারত মিশনে এআই দক্ষতা সংক্রান্ত শিক্ষাদান এবং SOAR উদ্যোগে বেসরকারি অংশীদারিত্বে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে ১.৩৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।
- ভারতকে অত্যাধুনিক ডিজিটাল মেধার দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে ফিউচার স্কিলস প্রাইম কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় এআই-এর ক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্দক্ষতা এবং দক্ষতা-বৃদ্ধি সংক্রান্ত পাঠক্রম, বিগ ডেটা অ্যানালিটিক্স, সাইবার সুরক্ষা, ব্লকচেইন, ক্লাউড কম্পিউটিং এবং অন্যান্য নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়।
- দক্ষতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। http://futureskillsprime.in- এ নাম নথিভুক্ত করা যেতে পারে। এ পর্যন্ত ২.৬২ মিলিয়ন প্রার্থী তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন। এর মধ্যে ১.৬৬ মিলিয়নকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- স্কিল ইন্ডিয়া ডিজিটাল হাব-এ একেবারে শুরু থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত এআই এবং মেশিন লার্নিং সংক্রান্ত শিক্ষাদান করা হয়। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা অনুযায়ী এমনভাবে শিক্ষাদান করা হয়, যাতে তাঁরা ভবিষ্যতে এআই-কেন্দ্রিক কেরিয়ার বেছে নিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এআই-এর ক্ষেত্রে ভারতের MANAV দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তিনি MANAV-কে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

M - Moral and Ethical System: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে নীতিভিত্তিক, বিধিসম্মত হতে হবে।

A - Accountable Governance: স্বচ্ছ নিয়োগ এবং শক্তিশালী নজরদারি।

N - National Sovereignty: ডেটাকে তার বৈধ মালিকের অধীনে থাকতে হবে।

A - Accessible and Inclusive: এআই হবে বহু স্তম্ভবিশিষ্ট, একচেটিয়া নয়।

V - Valid and Legitimate: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে অবশ্যই বৈধ এবং যাচাইযোগ্য হতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্ট বলেছেন যে, ভারতের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি একুশ শতকের এআই চালিত দুনিয়ায় মানুষের কল্যাণে এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র হয়ে উঠবে। তিনি স্মৃতিচারণ করে বলেন, কয়েক দশক আগে যখন ইন্টারনেট চালু হয়েছিল, তখন

উন্নত এআই প্রতিভা এবং গবেষণা পরিমণ্ডল

- ইন্ডিয়া এআই মিশনের আওতায় ফেলোশিপ এবং আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ও পিএইচডি পড়ুয়াদের জন্য বিশেষ দক্ষতা বৃদ্ধি পাঠক্রমের মাধ্যমে এআই পরিমণ্ডল গড়ে তুলছে ইন্ডিয়া এআই ফিউচার স্কিলস।
- ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত ৫০০ পিএইচডি স্কলার, ৫০০০ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পড়ুয়া এবং ৮০০০ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট পড়ুয়াকে সহায়তা করেছে ইন্ডিয়া এআই ফিউচার স্কিলস। এর ফলে উদ্ভাবন ত্বরান্বিত হবে।
- টিয়ার- ২/৩ শহরগুলিতে এআই, ডেটা অ্যানোটেশন, ডেটা কিউরেশন, ডেটা ক্লিনিং ও ডেটা সায়েন্সের মতো ক্ষেত্রগুলিতে শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ২৭টি ইন্ডিয়া এআই ডেটা এবং এআই ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- দেশের আইটিআই এবং পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৫৪৩টি অতিরিক্ত ইন্ডিয়া 2AI ডেটা এবং এআই ল্যাব অনুমোদন করা হয়েছে। এর ফলে মেট্রো শহরগুলির বাইরেও অন্যত্র সমান এআই সক্ষমতা গড়ে উঠবে।

আর্থিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে এআই

ব্যাঙ্কিং চ্যাটবটস

ব্যাঙ্কিং চ্যাটবটস ব্যালেন্স চেক এবং টাকা হস্তান্তরের মতো ক্ষেত্রে ২৪/৭ পরিষেবা প্রদান করে থাকে, অপেক্ষা ও সময় সাশ্রয় হয়।

- এআই আর্থিক সুরক্ষা, অন্তর্ভুক্তি এবং পরিষেবার দক্ষতাকে শক্তিশালী করছে।
- এআই সক্ষম ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে প্রতারণা চিহ্নিত করতে পারে এবং ডিজিটাল লেনদেনকে সুরক্ষিত করে।
- এআই-ভিত্তিক ক্রেডিট স্কোর ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট না থাকা এবং পিছিয়ে পড়া মানুষদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করে।
- এআই-চালিত নিজস্ব ব্যবস্থা সহজে আর্থিক পণ্য ও পরামর্শ প্রদান করে।

প্রশাসন ও গণ পরিষেবায় এআই

- গণ পরিষেবার ক্ষেত্রে দক্ষতা, সহজলভ্যতা ও স্বচ্ছতা বাড়াচ্ছে এআই।
- আদালতের রায়ের এআই-সহায়ক অনুবাদ স্থানীয় ভাষায় বিচারের প্রসারকে উন্নত করছে।
- বিভিন্ন প্রকল্প ও আবেদনে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে এআই সময়ের সাশ্রয় করছে। বিচারের ক্ষেত্রেও এআই মামলার ব্যবস্থাপনা ও আইনি সুবিধার পথ সহজ করছে।

এআই যান চলাচল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং গণ সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে।

এক্ষেত্রে কত সংখ্যক চাকরির সংস্থান হবে, তা কেউই কল্পনা করতে পারেননি। একই কথা আজ এআই-এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, কারণ ভবিষ্যতে কোন কোন ধরনের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে, তা বলা কঠিন। এআই-এর ব্যবহার এর ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশ স্থির করবে এবং এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন যে, এআই-এর ভবিষ্যৎ কাজকর্ম সম্পর্কে আগাম কিছু নির্ধারণ করা যাবে না, কিন্তু সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত ও কাজের ওপর তা নির্ভর করবে। এই প্ল্যাটফর্ম থেকে ভারত এই বার্তা দিয়েছে যে, এআই-এর প্রকৃত প্রভাব একমাত্র তখনই দেখা যাবে, যখন সঠিক সময়ে সঠিক উদ্দেশ্য নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

‘সকলের জন্য এআই’-র মাধ্যমে উন্নত ভারত নির্মাণ

‘সকলের জন্য এআই’-এর চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এআই-এর সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে ভারত বেশ কিছু সরকারি কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দৃষ্টিভঙ্গি একেবারে স্পষ্ট, তা হল, এআই শুধুমাত্র বড় বড় সংস্থাগুলির জন্য নয়; ভারতের জন্য এআই-এর অর্থ হল, সকলের জন্য এআই।

ঘূর্ণিঝড় নজরদারি

- ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর ঝড় এবং ঘূর্ণিঝড়ের ওপর নজর রাখতে উপগ্রহ ভিত্তিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থা ব্যবহার করে থাকে। উন্নত Dvorak পদ্ধতি ঝড়ের শক্তি নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। আইএমডি ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর মিডিয়াম রেঞ্জ ওয়েদার ফোরকাস্টিং-এর এআই ভিত্তিক পরামর্শও ব্যবহার করে থাকে।

ভূ-বিজ্ঞান মন্ত্রক ২২ পেটাফ্লপস ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চশক্তির কম্পিউটার ব্যবস্থা (সুপার কম্পিউটার) চালু করেছে। এই ব্যবস্থার প্রায় ১০ শতাংশ শুধুমাত্র এআই সংক্রান্ত কাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়।

- এছাড়া, আবহাওয়া পূর্বাভাসের এআই এবং মেশিন লার্নিং গবেষণার জন্য পৃথক গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট বসানো হয়েছে।
- এইসব শক্তিশালী ব্যবস্থা আবহাওয়ার নিখুঁত পূর্বাভাস দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করে থাকে।

ভূমিধস, বন্যা এবং হিমবাহ নজরদারি

- ভারতে তৈরি এআই-ভিত্তিক ভূমিধস সতর্কতা ব্যবস্থা এখন ভূমিধসের তিন ঘন্টা আগেই সতর্ক বার্তা দিতে পারে। এটি ৯০ শতাংশের বেশি সঠিক বার্তা দেয়। হিমাচল প্রদেশে ৬০টির বেশি জায়গায় এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।
- ইসরো (২০২১-২৪)-র অর্থানুকূল্যে তৈরি ইন্ডিয়ান ল্যান্ড ডেটা অ্যাসিমিলেশন সিস্টেম ভূমির অবস্থা এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্ভুল পূর্বাভাস দিতে দূর সংবেদী এবং বিশেষ কম্পিউটার মডেল ব্যবহার করে থাকে।
- ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় বন্যা সংক্রান্ত পূর্বাভাস প্রদান করে থাকে BrahmaSATARK। অন্যদিকে GBM-CLIMPACT হল একটি টুলকিট, যা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা অববাহিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও জল-সংক্রান্ত প্রস্তুতির পর্যালোচনা করে।
- সব মিলিয়ে এআই ব্যবস্থা সঠিক সময়ে বিপদের পূর্বাভাস দেয়, উদ্ধার পরিকল্পনাকে সহজ করে তোলে।
- বিদ্যুৎ এবং জলের মতো ক্ষেত্রে বিল্ডিং ও পরিকাঠামোর ক্ষয়ক্ষতি কমাতেও সহায়তা করতে পারে এআই। জলবায়ু পরিবর্তনশীল এলাকায় বসবাসরত মানুষদের রক্ষা করতে পারে।

ভারতে এআই-এর গণতন্ত্রীকরণ অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের এক নতুন ভিত্তি গড়ছে। এখন উন্নত ভারতের যাত্রাপথে এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল, সকলের জন্য এআই। ভারত এআই-এর গণতন্ত্রীকরণ করছে। এর অর্থ হল, কম্পিউটিং শক্তি ও ওপেন ডেটাকে সহজলভ্য করা। এআই-এর গণতন্ত্রীকরণের অর্থ হল, এআই সক্ষমতা, টুলস এবং সুযোগ-সুবিধার সম বন্টন। এটি শুধুমাত্র কিছু প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বা সংস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। বরং প্রতিটি স্টার্টআপ, প্রত্যেক গবেষক, প্রত্যেক পড়ুয়া এবং প্রতিটি রাজ্যে এআই-এর মতো বিশেষ প্রযুক্তির সুবিধা যাতে পৌঁছতে পারে, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। তাই ইন্ডিয়া এআই মিশনের মাধ্যমে ভারত দেশের প্রতিটি প্রান্তে এআই গবেষণা, দক্ষতা এবং কম্পিউটার পরিকাঠামোর বিস্তার ঘটাচ্ছে। ডেটা সেন্টার থেকে ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো, ভারত এক বলিষ্ঠ এআই পরিমণ্ডল গড়ে তুলছে, যার প্রভাব বাস্তবে দেখা যাচ্ছে। ভারত কৃষকদের আবহাওয়ার নির্ভুল তথ্য প্রদান করছে, ছাত্রছাত্রীদের একান্তভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করছে, চিকিৎসকদের নির্ভুলভাবে রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করছে এবং স্টার্টআপগুলিকে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার উপযোগী করে তুলছে।

জলবায়ু ও আবহাওয়া পূর্বাভাসের জন্য নতুন এআই টুলস

- মৌসম জিপিটি নামে একটি এআই চ্যাটবট তৈরি করা হচ্ছে, যা কৃষক এবং অন্যান্যদের আবহাওয়া ও জলবায়ু সম্পর্কে পরামর্শ দেবে।
- বৃষ্টির পূর্বাভাস ও ধরন সম্পর্কে জানাতে এআই গবেষণা চলছে।
- আগুন, কুয়াশা, বজ্রপাত এবং বজ্রবিদ্যুৎ সম্পর্কে পূর্বাভাস দিতে এখন এআই-কে ব্যবহার করা হচ্ছে।
- ডিপ লার্নিং পদ্ধতি বৃষ্টিপাত সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাসে সহায়তা করে।

সঙ্গী এআই, পরিবর্তনের পথে ভারত

ইন্ডিয়া এআই মিশনে পাঁচ বছরের জন্য ১০,৩০০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ৩৮,০০০ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

৬০ লক্ষ মানুষ প্রযুক্তি এবং এআই পরিমণ্ডলে কাজ করছেন।

প্রযুক্তি ক্ষেত্রে এই বছর ভারতের রাজস্ব ২৮০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১.৭ ট্রিলিয়ন ডলার এআই-এর কারণে ২০৩৫-এর মধ্যে ভারতীয় অর্থনীতিতে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দৈনন্দিন জীবন এবং কাজে এআই

- এআই উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে এক নতুন ঢেউ এসেছে, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও কৃষি থেকে শিক্ষা, প্রশাসন এবং জলবায়ুর পূর্বাভাস, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এআই প্রভাব ফেলছে।
- এটি ডাক্তারদের দ্রুত রোগ নির্ণয়ে সহায়তা করছে, কৃষকদের ডেটা-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করছে, পড়ুয়াদের শিক্ষার উন্নতি ঘটাচ্ছে এবং প্রশাসনকে আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ করে তুলছে।
- এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল (এলএলএম)। এটি হল, একটি উন্নত এআই ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ডেটা বোঝা যায় এবং যা মানুষের মতোই পাঠ্য তৈরি করে।
- ভারতের এআই দৃষ্টিভঙ্গি প্রযুক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটি অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। জাতীয় উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাস্তব জগতের চ্যালেঞ্জের সমাধানে ব্যবহৃত হচ্ছে এআই, গণ পরিষেবার উন্নতি ঘটাচ্ছে এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেক নাগরিকের কাছে আরও সহজলভ্য করে তুলছে।

ভারতের সংকল্প হল, সকলের জন্য এআই, ভারতের দ্বারা এআই, বিশ্বের জন্য এআই এবং এআই পরিকাঠামোর প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণ। এটাই হচ্ছে নতুন ভারতের পরিচয়, যেখানে উন্নয়নই মূল লক্ষ্য এবং যেখানে মানুষের কল্যাণে প্রযুক্তিকে ব্যবহার করা হয়। বিশ্বের অন্য দেশগুলির তুলনায় ভারতের এআই বিপ্লব অনন্য। এখানে শুধুমাত্র আর্থিক লাভের জন্য এআই-কে গ্রহণ করা হচ্ছে না, সেইসঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবেও একে ব্যবহার করা হচ্ছে।

মানব-কেন্দ্রিক প্রযুক্তির পথে এগোচ্ছে ভারত

ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ শুধুমাত্র একটি সম্মেলন নয়, এটি হল নতুন ভারতের একটি দৃষ্টিভঙ্গী, যা প্রযুক্তিকে মানুষ ও সমাজের সঙ্গে যুক্ত করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উদ্যোগে শুরু হওয়া ভারতের ডিজিটাল পরিবর্তন যাত্রা এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-এর বৃহত্তর ভাবনায় পরিণত হয়েছে। সহজভাবে বললে এআই হল প্রযুক্তি যা মেশিনকে ভাবতে ও শিখতে ক্ষমতা যোগায়।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা – সশক্ত ভারত

এআই-এর বিপদ প্রশমনে বিধিসমূহ

স্বয়ংক্রিয় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এআই-এর ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, বিভ্রান্তি, পক্ষপাতদুষ্টতা, ভুল তথ্য এবং ডিপফেকের মতো বিপদ তৈরি করছে। ভারত মনে করে যে, এই সমস্যার মোকাবিলায় আইন প্রণয়ন জরুরি, সেই সঙ্গে কার্যকর ও সুরক্ষিত ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তির সঙ্গে এআই গভর্ন্যান্সের ক্ষমতায়ন প্রয়োজন...

তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০২০

- ডিপফেকের মাধ্যমে অপরাধ সংক্রান্ত ভুল তথ্য প্রতারণা বা পরিচয়ের ক্ষেত্রে চুরি, প্রতারণার জন্য কম্পিউটার ব্যবহার এবং কোনও ব্যক্তির সম্মতি ছাড়াই গোপনীয় অংশের ছবি তোলা, কথা প্রকাশ করা বা ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়ে আইন তৈরি করা হয়েছে।
- ডিপফেক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে আপত্তিকর বিষয় প্রকাশ বা প্রেরণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ২০২৩

- বিএনএস-এর ১১১ ধারায় সংগঠিত অপরাধ চক্রের সদস্য হিসেবে কিংবা এই ধরনের চক্রের হয়ে অর্থনৈতিক অপরাধ ও সাইবার অপরাধ সহ যে কোনও ধরনের বেআইনি কার্যকলাপে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জড়িত থাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
- বিএনএস-এর বিভিন্ন ধারায় মানহানি, প্রতারণা এবং সাইবার অপরাধের ক্ষেত্রেও শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন, ২০২৩

- ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন, ২০২৩ এবং ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষা আইন, ২০২৫, ১৩ নভেম্বর ২০২৫-এ বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে।
- এই আইনে ডিজিটাল ব্যক্তিগত ডেটা সুরক্ষার জন্য ডেটা রক্ষক নিয়োগ এবং তাদের দায়বদ্ধ করা হয়েছে।
- এই আইনের মধ্যে নাগরিকদের তাঁদের নিজেদের ডেটার ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। সম্মতি ছাড়া কোনও সংস্থা ডেটা ব্যবহার করতে পারবে না।
- এসপিডিআই আইনে বলা হয়েছে যে, ডেটা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা যাবে। তৃতীয় কোনও পক্ষকে ডেটা সরবরাহের আগে অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

মানুষ যেভাবে অভিজ্ঞতা থেকে শেখে, নির্দিষ্ট ধরনকে স্বীকৃতি দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেয়, ঠিক সেরকমই এআই ব্যবস্থায় শেখা এবং ডেটার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মুখাবয়বের মাধ্যমে আপনার মোবাইল ফোনকে আনলক করা, গুগল মানচিত্রের মাধ্যমে যানবাহন সংক্রান্ত তথ্য, অনলাইনে কেনাকাটার জন্য পরামর্শ, চ্যাটবট থেকে সাড়া দেওয়া – এই সবগুলিই এআই-এর এক একটি ধরন। মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এবং স্বাভাবিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা কম্পিউটারকে ভাষা বুঝতে, স্বীকৃতি দিতে এবং গণনার উপযোগী করে তোলে। আজ এআই শুধুমাত্র একটি সুবিধা নয়, উন্নয়নের একটি ইঞ্জিন। আন্তর্জাতিকভাবে এক হিসেব অনুযায়ী, আগামী বছরগুলিতে এআই আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ট্রিলিয়ান ডলারের অবদান রাখবে। শিল্পে অটোমেশন, দ্রুততর উৎপাদন, খরচ হ্রাস বা উন্নত পরিষেবা, যাই হোক না কেন, এআই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই লক্ষ লক্ষ বিলিয়ন ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারে। এর ফলে, জীবনযাত্রা সহজ হবে। হাসপাতালগুলিতে রোগ নির্ণয়, কৃষকদের আবহাওয়া সংক্রান্ত সঠিক তথ্য প্রদান অথবা

আইটি নিয়মবিধি, ২০২১

- সুরক্ষিত ও বিশ্বস্ত ইন্টারনেট ব্যবহারে সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলির দায়বদ্ধতা সুনিশ্চিত করতে আইটি বিধিকে সুনির্দিষ্ট আইনি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ভুল তথ্য, মিথ্যা তথ্য এবং ডিপফেক সরাতে দ্রুত পদক্ষেপ।
- ইন্টারমিডিয়ারিরা তাদের আইনি বাধ্যবাধকতা মানতে ব্যর্থ হলে, বর্তমান আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হবে।
- ইন্টারমিডিয়ারিদের জন্য একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বিকৃত বা কৃত্রিমভাবে তৈরি প্রতিকৃতি সংক্রান্ত যে কোনও অভিযোগ ২৪ ঘন্টার সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করতে হবে।

সাইবার অপরাধের অভিযোগ দায়ের করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক একটি সুনির্দিষ্ট পোর্টাল [cybercrime.gov.in] চালু করেছে। 1930 টোল-ফ্রি নম্বরেও ফোন করা যেতে পারে। ভারত আইনি রক্ষাকবচের সঙ্গে প্রযুক্তিগত সমাধানের সংযুক্তি ঘটাচ্ছে। ডিপফেক নির্ণয়, গোপনীয়তা রক্ষা এবং সাইবার সুরক্ষার জন্য এআই ব্যবস্থার উদ্ভাবনে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি)-র মতো প্রথম সারির প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে সরকার।

সুরক্ষিত ও বিশ্বস্ত এআই-এর জন্য আরও পদক্ষেপ সমূহ

- এআই সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে ইন্ডিয়া এআই সেফটি ইন্সটিটিউট কাজ করে চলেছে।
- শিক্ষাবিদ, স্টার্টআপ, শিল্প এবং সরকারি সংস্থাগুলি সহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একটি হাব ও স্পোক মডেলের মাধ্যমে যুক্ত করা হয়েছে।
- ১০টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দিয়ে দায়িত্বশীল এআই গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।
- মেশিন আনলার্নিং, এআই পক্ষপাতিত্ব প্রশমন, গোপনীয়তা বৃদ্ধি ব্যবস্থা, এআই গভর্ন্যান্স টেস্টিং সহ ৮টি দায়িত্বশীল এআই প্রকল্পের কাজ চলছে।
- ওয়াটার মার্কিং, নৈতিকতামূলক এআই, ঝুঁকি মূল্যায়ন, স্ট্রেট টেস্টিং এবং ডিপফেক নির্ণয় ব্যবস্থা সহ আরও কয়েকটি অতিরিক্ত প্রকল্প খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

চারটি এআই উৎকর্ষ কেন্দ্র

ভারতে এআই-এর উন্নয়নের লক্ষ্যে এবং এআই-এর মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থরক্ষায় ভারত সরকার ২০২৩-৩৪ অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণা মেনে ব্যাঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ সায়েন্স, আইআইটি কানপুর এবং আইআইটি রোপার-এ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত তিনটি উৎকর্ষ কেন্দ্র গড়ে তুলেছে। এই তিনটি কেন্দ্রের জন্য ৯৯০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বাজেট ঘোষণা অনুযায়ী, ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আইআইটি মাদ্রাজে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষাকে সহজ করে তোলা, যাই হোক না কেন, এআই সবকিছুকে সহজ করে দেয়। গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলি এআই-এর ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগ করছে। প্রযুক্তি সংস্থাগুলি এআই মডেলের ব্যাপক বিস্তার ঘটাচ্ছে। রোবোটিক্স, অটোমেশন, ডেটা বিশ্লেষণে অগ্রগতির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও সাইবার সুরক্ষার ক্ষেত্রে ডেটার ব্যবহার এটা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যে সব দেশ এআই-এর ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জন করবে, ভবিষ্যতে তারাই অর্থ ব্যবস্থাকে নেতৃত্ব দেবে। ভারত ডিজিটাল গণ পরিকাঠামো এবং জি২০-র মতো আন্তর্জাতিক মঞ্চে এআই-কে তুলে ধরছে। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তা হল, মুষ্টিমেয় কিছু দেশের হাতে এআই-এর বিশেষ অধিকার থাকা উচিত নয়; উন্নয়নশীল দেশগুলিরও একই সুযোগ থাকা উচিত। ভারত বর্তমান দশককে টেকেড হিসেবে গণ্য করেছে। এই দশকে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত যা করছে, তা ২১ শতকের শক্ত ভিত তৈরি করবে। পরিবেশবান্ধব শক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি, ডিজিটাল প্রযুক্তি, উৎপাদন প্রযুক্তি, কিংবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা,

এআই ভিত্তিক স্টার্টআপগুলির জন্য সহায়তা

- ১০০টির বেশি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সংক্রান্ত স্টার্টআপ দেশে স্বীকৃতি পেয়েছে।
- ১০টি ভারতীয় এআই স্টার্টআপের ইউরোপে বিস্তার ঘটানোর কাজে সহায়তা করতে স্টেশন এফ এবং এইচইসি প্যারিসের সঙ্গে মিলিতভাবে ইন্ডিয়া এআই স্টার্টআপ গ্লোবাল প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।
- এই স্টার্টআপ-গুলি দায়িত্বশীল এআই এবং সাইবার সুরক্ষায় এআই-এর মতো ক্ষেত্রে কাজ করছে এবং বর্তমানে স্টেশন এফ-এ প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।
- এআই-সমৃদ্ধ সাইবার সুরক্ষা, নজরদারি, এআই ব্যবহারের মাধ্যমে বিশ্ব পর্যবেক্ষণ এবং শিল্প পরিদর্শনে এআই-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া কিছু কিছু স্টার্টআপ গোপনীয়তা বৃদ্ধি সংক্রান্ত এআই এবং সিকিউর ব্লিঙ্ক-এর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

যুবশক্তি এবং এআই...
শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিমণ্ডল

ভারতে জনসংখ্যার ৬৫%-এর বেশি বয়স ৩৫ বছরের নীচে। ভারতে ডিজিটাল এবং উদ্ভাবন কৌশলের কেন্দ্রে রয়েছেন এই তরুণরা। তরুণদের কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এআই-কে আবশ্যিক হাতিয়ার হিসেবে মনে করে ভারত। এআই শিক্ষা ও দক্ষতাকে ত্বরান্বিত করতে এক বিপুল সংখ্যক এআই প্রতিভা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যালয় শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ফেলোশিপ এবং শিল্পগুলিতে ভারত সরকার কাজ করে চলেছে...

এআই দক্ষতা এবং নতুন সুযোগ-সুবিধা

- বিশ্ব ব্যাঙ্কের দক্ষিণ এশিয়া উন্নয়ন রিপোর্ট অনুযায়ী, দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতে সবচেয়ে বেশি এআই সংক্রান্ত চাকরির সুযোগ রয়েছে। ২০২৫-এ উচ্চ বেতনের চাকরিতে ৫.৮% এআই বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হয়েছিল, ব্যাঙ্গালুরু (এআই চাকরির ১১%), হায়দ্রাবাদ (৯.৫৭%), এরপর রয়েছে পুণে (৬.৯৫%) এবং চেন্নাই (৬.৬২%)।
- এআই সংক্রান্ত চাকরিতে উচ্চ বেতনও মিলছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট অনুযায়ী ডিজিটাল দক্ষতার চাকরিগুলিতে গড় বেতনের ওপর ১২% প্রিমিয়াম পাওয়া যায়, অন্যদিকে এআই চাকরিগুলিতে ২৮% পর্যন্ত প্রিমিয়ামের প্রস্তাব দেওয়া হয়।
- জানুয়ারি ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৫-এর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় এআই সংক্রান্ত চাকরির ২.৯% থেকে বেড়ে ৬.৫% হয়েছে। এআই বহির্ভূত চাকরির তুলনায় এআই দক্ষতাসম্পূর্ণ চাকরির চাহিদা ৭৫% বেড়েছে।
- স্ট্যানফোর্ড এআই ইনডেক্স রিপোর্ট ২০২৫ অনুযায়ী, এআই প্রতিভা তৈরির ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারত নেতৃত্বের আসনে রয়েছে, বছরে চাকরির হার প্রায় ৩৩%। এছাড়া একই পেশায় বিশ্বে গড়ের তুলনায় ভারতে এআই দক্ষতার সম্ভাবনা ২.৫ গুণ বেশি।

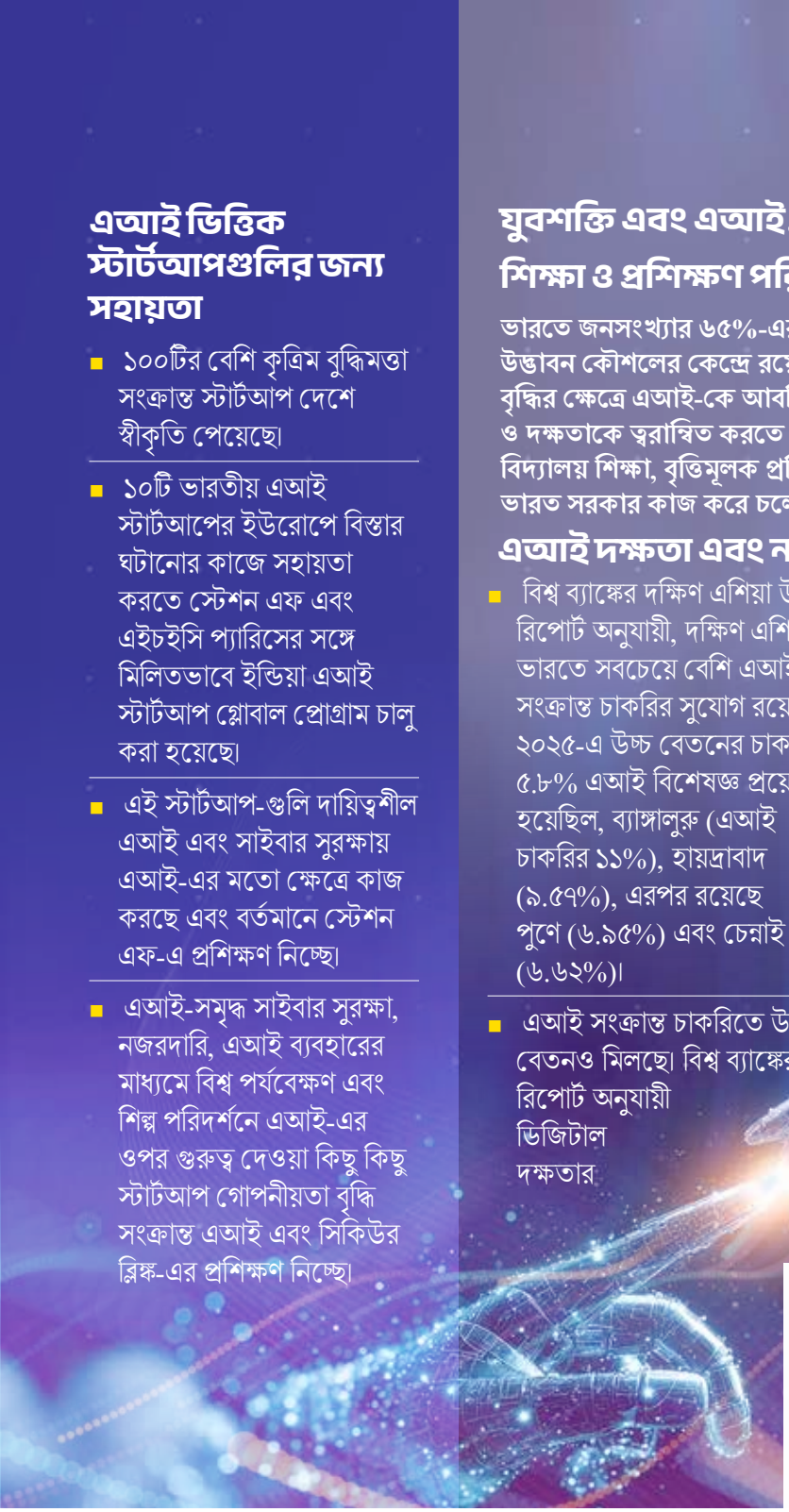

মানুষের ভবিষ্যৎ গড়ার সঙ্গে যুক্ত প্রযুক্তির প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারত নজিরবিহীন বিনিয়োগ করছে।

এই ভাবনার ফলশ্রুতি হিসেবে ভারতের উন্নয়নযাত্রার প্রধান স্তম্ভ হয়ে উঠেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। এটি সুশাসনকে শক্তিশালী করছে, জন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটাচ্ছে এবং বৃহত্তর সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনোর উপযোগী সমাধান বার করছে।

> **প্রতি কয়েক শতক পর পর মানুষের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য বাঁক আসে এবং সেই বাঁক সভ্যতার দিকনির্দেশ তৈরি করে। সেখান থেকে উন্নয়নের পরিবর্তনের গতি আসে, ভাবনা-চিন্তার নজির সৃষ্টি হয় এবং কাজের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

প্রযুক্তির হাত ধরেই মানুষ অগ্রগতির পথে এগিয়েছে। দৈনন্দিন জীবন এবং কাজে পরিবর্তন এনেছে বিদ্যুৎ, কম্পিউটার তথ্যের ক্ষেত্রে বদল এনেছে, ইন্টারনেট সীমান্তের সীমারেখা নির্বিশেষে মানুষ ও পদ্ধতিকে যুক্ত করেছে এবং মোবাইল ফোন সরাসরি নাগরিকদের হাতে প্রযুক্তিকে তুলে দিয়েছে। এইসব ভিত্তি তৈরি করেছে এআই এবং কৃষি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিক্ষা, উৎপাদন, জলবায়ু সুরক্ষা এবং প্রশাসনের মতো ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এখন এআই কাজ করছে। ভারতে এআই সকলের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠছে এবং এর সুযোগ-সুবিধা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত ভারতের ভাবনাকে সঙ্গী করে সেই পথে এগোচ্ছে ভারত।

এআই-এর যুগে ভারতের যুবশক্তি

যে কোনও দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তার তরুণ প্রজন্মের ওপর। তাই ভবিষ্যতের জন্য তরুণদের তৈরি করা একান্ত আবশ্যক। এই ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই ২১ শতকের চাহিদা মেটাতে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক করে তোলা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মানের কথা মাথায় রেখে ২০২০-তে জাতীয় শিক্ষানীতি চালু করা হয়েছিল। সমস্ত পরিকাঠামোকে এআই-ভিত্তিক করে তৈরি করা হয়েছে। এআই-এর উন্নয়ন এবং গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে রয়েছে। একে আরও প্রসারিত করতে চালু করা হয়েছে ইন্ডিয়া এআই মিশন।

ভারতের সুপার কম্পিউটার সক্ষমতা, তাই দ্রুত সমাধান প্রদান করতে পারে এআই

- জাতীয় সুপার কম্পিউটিং মিশনের আওতায় ভারত এই পর্যন্ত ৩৭টি সুপার কম্পিউটার চালু করেছে, যেগুলির মিলিত ক্ষমতা হল ৩৯ পেটাফ্লপস।
- এইসব সুপার কম্পিউটার দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা ও উন্নয়ন ল্যাবগুলিতে বসানো হয়েছে।
- ভারতের বৃহত্তম এইচপিসি ও ২০ পেটাফ্লপস ক্ষমতাসম্পন্ন এআই কাঠামোর জাতীয় ফেসিলিটি সেন্টার সহ ১০টি আরও সুপার কম্পিউটার বসানোর কাজ চলছে।
- স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে সার্ভার, উচ্চগতির আন্তঃসংযুক্তি, সিস্টেম সফ্টওয়্যার স্ট্যাক এবং ডাইরেক্ট-টু-চিপ লিক্যুইড কুলিং প্রযুক্তি সহ বিভিন্ন ধরনের সহায়ক উপাদান দেশে তৈরি করা হচ্ছে।
- দেশীয় সফ্টওয়্যার স্ট্যাক ব্যবহারের মাধ্যমে পরম রুদ্র সুপার কম্পিউটার তৈরি করা হচ্ছে। রুদ্র সিরিজের সার্ভারগুলির নকশা এবং উৎপাদন দেশেই হচ্ছে।

৬,০০০

রুদ্র সার্ভার পরম রুদ্র সুপার কম্পিউটারে বসানো হয়েছে, সেইসঙ্গে ১৫০০-র বেশি সার্ভার বসানো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

এই মিশনের মাধ্যমে বিশ্বমানের পরিকাঠামো, উচ্চমানের ডেটা সেট এবং গবেষণার সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা হচ্ছে। ভারতে এআই উৎকর্ষ কেন্দ্রের সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। এইসব সেন্টারের কাজে গতি আনছে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান, শিল্পসংস্থা এবং স্টার্টআপগুলি। ভারতের জন্য এআই কাজ তৈরি করার ভাবনা এবং মেক ইন ইন্ডিয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে ভারত কাজ করছে। এই প্রযুক্তিযাত্রা সম্পন্ন করার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতকে "বিশ্বের সেরা" দেশগুলির মধ্যে জায়গা করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। মানুষের সুবিধার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের লক্ষ্যে কাজ করছে ভারত। দেশের বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে ভারত তার নিজস্ব বৃহত্তর ভাষা মডেল গড়ে তুলছে। ভবিষ্যতে সকলের মঙ্গলের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগকে সুনিশ্চিত করতে ভারত তার অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতাকে ভাগ করে নিতে তৈরি।

ভারতের প্রস্তুতি : একটি শক্তিশালী ডিজিটাল ভিত্তি

এআই-এর ক্ষেত্রে ভারত হঠাৎ করে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। বিগত এক দশক ধরে ভারত তার ডিজিটাল ভিত্তি তৈরি করেছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া মিশন সরকারি পরিষেবাকে অনলাইনে পরিণত করেছে, ইন্টারনেটকে সহজলভ্য করে তুলেছে এবং ডিজিটাল ক্ষমতায়নের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। ডিজিটাল পরিচয় সহ আধার এবং ডিজিটাল পরিচয়পত্র প্রত্যেক নাগরিককে প্রদান করা হয়েছে। এই মিশন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা প্রত্যেক মানুষের কাছে সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করেছে। ডিজিটাল লেনদেনকে সহজ করেছে ইউপিআই এবং আজ ক্ষুদ্র দোকান মালিক থেকে বড় ব্যবসায়ী, প্রত্যেকেই এটিকে ব্যবহার করছেন। কোভিড-১৯ অতিমারির সময় লক্ষ লক্ষ টিকা প্রদান কো-উইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।

এটি বিশ্বের সামনে ভারতের প্রযুক্তিগত সক্ষমতাকে তুলে ধরেছে। এইসব উদ্যোগ এআই-এর জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা, ডিজিটাল পরিকাঠামো এবং প্রযুক্তিগত আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে। "ইন্ডিয়া এআই মিশন"-এর মাধ্যমে এআই গবেষণা, স্টার্টআপ এবং পরিকাঠামোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগ বিভিন্ন ভাষার প্রসার ঘটাচ্ছে এবং প্রযুক্তিকে শুধুমাত্র ইংরেজির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখছে না। তাই এই উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন, স্টার্টআপ পরিমণ্ডলের বিস্তার এবং এআই মডেলের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারত সরকার দায়িত্বশীল এবং নৈতিকতামূলক এআই-এর উপর জোর দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে ডেটা সুরক্ষা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং নাগরিকদের গোপনীয়তা রক্ষা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির রূপান্তরমূলক ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। অতএব একে অবশ্যই নৈতিকতামূলক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হতে হবে। খুচরো থেকে লজিস্টিক্স, উপভোক্তা পরিষেবা থেকে শিশুদের হোমওয়ার্ক, আজ সর্বত্র এআই-কে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই ভারতে সমাজের প্রতিটি অংশের উন্নয়নে এআই-এর ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

এআই শুধুমাত্র শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধারই সৃষ্টি করছে না, সেইসঙ্গে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সকলকে সমান অংশীদার করে তুলছে। ডেটা অ্যানালিটিক্স সমাজের শেষ স্তর পর্যন্ত সরকারি

> **এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ এআই-এর ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে ভারতের উল্লেখযোগ্য সক্ষমতাকে তুলে ধরেছে। ভারতও তিনটি মেড ইন ইন্ডিয়া এআই মডেল চালু করেছে। এযাবৎকালের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় এআই সামিট।**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

প্রকল্পগুলির সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারে। এআই-ক্ষমতাসম্পন্ন ডেটা যাচাই ভুয়ো সুবিধাপ্রাপকদের চিহ্নিত করতে পারে এবং সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী সুবিধা দেওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে পারে। এআই-এর ব্যবহারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ২০১৮-তে ভারতে "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে জাতীয় কৌশল" চালু করা হয়েছিল।

এই কৌশলের লক্ষ্য ছিল, সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে এআই-এর উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ২০২১-এ একটি খসড়া "রেসপন্সিবল এআই" পেশ করা হয়। এতে নৈতিকতা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। জাতীয় কৌশলের মূল ভাবনা ছিল "সকলের জন্য এআই"। "মেকিং এআই ইন ইন্ডিয়া" এবং "মেকিং এআই ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া" ভাবনাকে সামনে রেখে গত বছর প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে জাতীয় স্তরে ইন্ডিয়া এআই মিশনের জন্য ১০,০০০ কোটি টাকার বেশি বাজেট বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই মিশন রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ক্ষেত্রে কৌশলগত কর্মসূচি ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে এক বৃহত্তর পরিমণ্ডল গড়ে তুলবে। ২০২৫-এ ভারত ও ফ্রান্সের যৌথ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্যারিস এআই সামিটে প্রধানমন্ত্রী মোদী সব ক্ষেত্রে এর সুবিধাকে কাজে লাগাতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর এআই-এর প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। এই প্রেক্ষাপটে এআই নারীদের সুরক্ষা ও লিঙ্গভিত্তিক হিংসা প্রতিরোধে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করে চলেছে। এআই-ভিত্তিক আপতকালীন সতর্কতা ব্যবস্থা মহিলাদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদান করতে পারে। ২০৪৭-এর মধ্যে উন্নত ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির লক্ষ্য হল, ভারতকে এক শক্তিশালী এবং স্বনির্ভর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এক্ষেত্রে প্রযুক্তি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং প্রগতিশীল সমাজ গড়ার ক্ষেত্রেও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতের এআই যাত্রা শুধুমাত্র একটি কোড এবং গাণিতিক পরিভাষার কাহিনী নয়, এটি হল এমন একটি ভাবনার কাহিনী, যেখানে প্রযুক্তিকে মানুষের সঙ্গী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আজ ভারত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সেই যুগের দিকে এগোচ্ছে, যা মানুষের চলার পথে দিকনির্দেশিকা গড়ে দেবে। কিছু মানুষ এই ভেবে চিন্তিত যে, প্রযুক্তি মানুষের ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে যাবে। কিন্তু সম্মিলিত ভবিষ্যৎ এবং পারস্পরিক গন্তব্যের পথে এগোনোর ক্ষেত্রে মূল চাবিকাঠি থাকবে মানুষের হাতেই। তাই, এআই একটি ম্যাজিক নয়, এটি হল একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। আমরা কীভাবে একে ব্যবহার করব, তার উপরই এর প্রভাব নির্ভর করবে। ভারতের বার্তা একেবারে স্পষ্ট: "একমাত্র মানুষের সঙ্গে কাজ করলেই এআই-এর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে পারে"।

এআই নিশ্চিতভাবে এক নতুন যুগে পা রাখছে। প্রযুক্তির হাতিয়ারের বাইরেও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রসারিত হচ্ছে। নতুন ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে এআই ভিত্তি হয়ে উঠছে। মানুষকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে এআই-এর ব্যাপক ক্ষমতা রয়েছে। এআই-এর যথোপযুক্ত ব্যবহার শুধুমাত্র দেশের আর্থিক অগ্রগতি সুনিশ্চিত করবে না, সেইসঙ্গে সমতা ও সামাজিক ন্যায়ও সুনিশ্চিত করবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত তার ডিজিটাল ভিত্তিকে মজবুত করেছে, একটি এআই মিশনের সূচনা করেছে এবং বিশ্বের কাছে স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছে যে, এআই-এর ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে মানুষের মধ্যেই, মানুষকে বাদ দিয়ে নয়। ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট ২০২৬ এই ভাবনার উদযাপন করছে।

সেবা তীর্থে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

‘কেরালা’-র নতুন নাম হচ্ছে ‘কেরলম’

শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সংস্কার করা হবে

২৪ ফেব্রুয়ারি, যুগাব্দ ৫১২৭, বিক্রম সম্বত ২০৮২, শাকা সম্বত ১৯৪৭, ফাল্গুন শুক্ল পক্ষের পুণ্য অষ্টমী তিথিতে নবনির্বিত সেবা তীর্থে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে বেশ কিছু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বৈঠকে মন্ত্রিসভায় সংকল্প গ্রহণ করা হয় যে স্বদেশী ভাবনা, আধুনিক নকশা এবং ১৪০ কোটি দেশবাসীর অসীম শক্তির ভিত্তিতে নির্মিত এই সেবাতীর্থ দেশের সেবায় তার দায়িত্ব পালন করে চলবে...

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন দেখতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

সিদ্ধান্ত : কেরালা রাজ্যের নাম পাল্টে ‘কেরলম’ করার প্রস্তাবে অনুমোদন।

প্রভাব : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত কেরালা (নাম পরিবর্তন) বিল ২০২৬ রাষ্ট্রপতি ভারতীয় সংবিধানের ৩ নম্বর ধারা অনুযায়ী বিবেচনার জন্য কেরালা বিধানসভায় পাঠাবেন। কেরালা বিধানসভার মতামত পাওয়ার পর ভারত সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত : শ্রীনগর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে আনুমানিক ১,৬৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি সিভিল এনক্লেভ গড়ে তোলার প্রস্তাবে অনুমোদন।

প্রভাব : কাশ্মীর উপত্যকায় বিমান পরিবহণ পরিকাঠামো ও সংযোগ সুদৃঢ় করে তোলার লক্ষ্যে এটি এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ৭৩.১৮ একর জুড়ে এই সিভিল এনক্লেভ প্রকল্পের আওতায় একটি ৭১,৫০০ বর্গ কিলোমিটারের অত্যাধুনিক টার্মিনাল বিল্ডিং গড়ে তোলা হবে। এখানে ব্যস্ততার সময়ে ২,৯০০ জন যাত্রী যাতায়াত করবে পারবেন। বার্ষিক ১ কোটি যাত্রীকে পরিষেবা দেওয়ার ক্ষমতা এই এনক্লেভের থাকবে। এছাড়া এখানে নিরাপত্তা কর্মীদের জন্য ব্যারাক তৈরি করা হবে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এই প্রকল্প ডাল লেক, শঙ্করাচার্য মন্দির, মুঘল গার্ডেন্সের মতো প্রসিদ্ধ পর্যটন স্থলগুলিকে সংযুক্ত করায় এর ফলে পর্যটন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, বিনিয়োগ উৎসাহ পাবে। শ্রীনগর এক প্রধান পর্যটন স্থল ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে নিজের অবস্থান আরও মজবুত করে তুলবে।

সিদ্ধান্ত : ২০২৬-২৭ মরশুমের জন্য কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের অনুমোদন।

প্রভাব : কাঁচা পাটের (টিডি-৩ গ্রেড) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য কুইন্টাল পিছু ৫,৯২৫ টাকা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর ফলে সারা দেশের গড় উৎপাদন ব্যয়ের ৬১.৮% মুনাফা সুনিশ্চিত হয়েছে। ২০২৬-২৭ সালে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য, ২০২৫-২৬ সালের তুলনায় ক্যুইন্টাল পিছু ২৭৫ টাকা বেড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করবে।

মূল্য সহায়তা সংক্রান্ত এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতি হলে তার সম্পূর্ণ দায়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে।

সিদ্ধান্ত : ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দপ্তরের বর্তমান নির্দেশিকার আওতায় মহারত্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে ক্ষমতাদানের বিষয়ে পাওয়ার গ্রিডকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদানের সিদ্ধান্ত।

প্রভাব : এর ফলে, পাওয়ার গ্রিডের অধীনস্ত সংস্থাগুলিতে ইক্যুইটি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা বর্তমানের ৫,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭,৫০০ কোটি টাকা হয়েছে, সংস্থার মোট সম্পদের ১৫ শতাংশের উর্ধ্বসীমা একই রয়েছে। এই অনুমোদন দেশের বৃহত্তম ও সর্বাধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রান্সমিশন পরিষেবা প্রদানকারী পাওয়ার গ্রিডকে তার মূল ব্যবসায়ে বিনিয়োগ বাড়াতে সাহায্য করার পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। অজৈব উৎস থেকে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে, তা পূরণে সহায়ক হবে এই অনুমোদন।

সিদ্ধান্ত : মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ডের ৮টি জেলায় রেল লাইনের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনটি মাল্টি ট্র্যাকিং প্রকল্পের অনুমোদন।

প্রভাব : এর ফলে ভারতীয় রেলের নেটওয়ার্ক প্রায় ৩০৭ কিলোমিটার প্রসারিত হবে। প্রস্তাবিত মাল্টি ট্র্যাকিং প্রকল্পগুলি ৫,৪০৭টির মতো গ্রামের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করবে, যার জনসংখ্যা প্রায় ৯৮ লক্ষ। ৯,০৭২ কোটি টাকা ব্যয়ের এই প্রকল্পগুলি ২০৩০-৩১ সালের মধ্যে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। রেল লাইনের ক্ষমতা বাড়লে রেলের চলাচল এবং ভারতীয় রেলের দক্ষতা ও পরিষেবা প্রদানের উপর নির্ভরতা বাড়বে। এতে পণ্যমাশুল কমবে, যাত্রীরাও সহজে যাতায়াত করবে পারবেন।and passenger congestion.

‘সেবা তীর্থে’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ঐতিহাসিক প্রথম বৈঠক

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে প্রধানমন্ত্রীর নতুন কার্যালয় ‘সেবা তীর্থে’ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ঐতিহাসিক প্রথম বৈঠক হল। এখানে নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত ১৪০ কোটি দেশবাসীর কল্যাণের জন্য এবং বৃহত্তর জাতিগঠনের উদ্দেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকবে বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তার সংকল্প পুনর্ব্যক্ত করেছে। এখানে নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্ত ‘নাগরিক দেব ভবো’-র আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে। এই স্থান ক্ষমতার কেন্দ্র নয়, বরং প্রতিটি ভারতবাসীর ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবহৃত হবে। ‘সেবা তীর্থে’ নেওয়া প্রতিটি সরকারি উদ্যোগ দেশের প্রান্তিক মানুষজনের জীবনযাপনকে সহজ করে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হবে।

সিদ্ধান্ত : গুজরাট মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের উত্তর-দক্ষিণ করিডরকে গিফট সিটি থেকে শাহাপুর পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রস্তাবে অনুমোদন।

প্রভাব : ৩.৩৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরে ৩টি এলিভেটেড স্টেশন থাকবে। চার বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এজন্য ব্যয় হবে আনুমানিক ১,০৬৭.৩৫ কোটি টাকা। ২০২৯ সালের মধ্যে ২৩,৭০২ জন যাত্রী এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৫৮,০৫৯ জন যাত্রী এর সুবিধা ভোগ করবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই করিডর আমেদাবাদ ও গিফট অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ আরও সুদৃঢ় করবে। এর আশপাশে থাকা বড় বড় বহুজাতিক সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলি সরাসরি এর থেকে উপকৃত হবে।

চিপ উৎপাদনে আত্মনির্ভর হয়ে উঠবে ভারত

ভারত আত্মনির্ভর হয়ে উঠলে তবেই বিকশিত ভারত গঠন করা সম্ভব এবং এজন্য মেড ইন ইন্ডিয়া চিপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভারতে চিপ তৈরি হলে আমাদের আর আধুনিক সরঞ্জাম তৈরির জন্য অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। সেইজন্যই উত্তর প্রদেশে ২১ ফেব্রুয়ারি এইচসিএল-ফক্সকন সেমিকন্ডাক্টর ইউনিটের ভূমি পূজন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, ভারতকে চিপ উৎপাদনে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে হবে। ২৮ ফেব্রুয়ারি তিনি গুজরাটের সানন্দে মাইক্রন টেকনোলজির সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেমব্লি, টেস্ট অ্যান্ড প্যাকেজিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন...

ভারত আজ দ্রুত গতিতে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের আজকের পদক্ষেপই একবিংশ শতাব্দীতে দেশের শক্তি ও অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করবে।

ভারত দূষণমুক্ত শক্তি, মহাকাশ প্রযুক্তি, ডিজিটাল ও উৎপাদন প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম মেধার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ করছে-এই প্রযুক্তিগুলিই মানবতার ভবিষ্যৎ স্থির করবে। উত্তরপ্রদেশের এইচসিএল-ফক্সকন সেমিকন্ডাক্টার ইউনিটের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ভারতে যে শক্তিশালী সেমিকন্ডাক্টর গড়ে উঠছে, আজকের এই অনুষ্ঠান তারই নিদর্শন। ভারত হয়তো সেমিকন্ডাক্টর ক্ষেত্রে তার যাত্রা শুরু করতে দেরি করেছে, কিন্তু এখন এই ক্ষেত্রে সে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। ভারতের সেমিকন্ডাক্টর মিশনে এপর্যন্ত ১০টি সেমিকন্ডাক্টর ফেব্রিকেশন ও প্যাকেজিং প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এগুলির মধ্যে চারটি ইউনিট খুব শীঘ্রই উৎপাদন শুরু করবে।

সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডল বলতে শুধু একটি কারখানা বোঝায় না, এর মধ্যে মেশিন বিল্ডার, ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, লজিস্টিক্স নেটওয়ার্ক, সুদক্ষ কারিগরি কর্মী সহ বহু স্তর রয়েছে। এই সবকিছুর সমন্বয়েই একটি চিপ তৈরি হয়। ভারতও সমগ্র মূল্যশৃঙ্খলের উপর জোর দিচ্ছে।

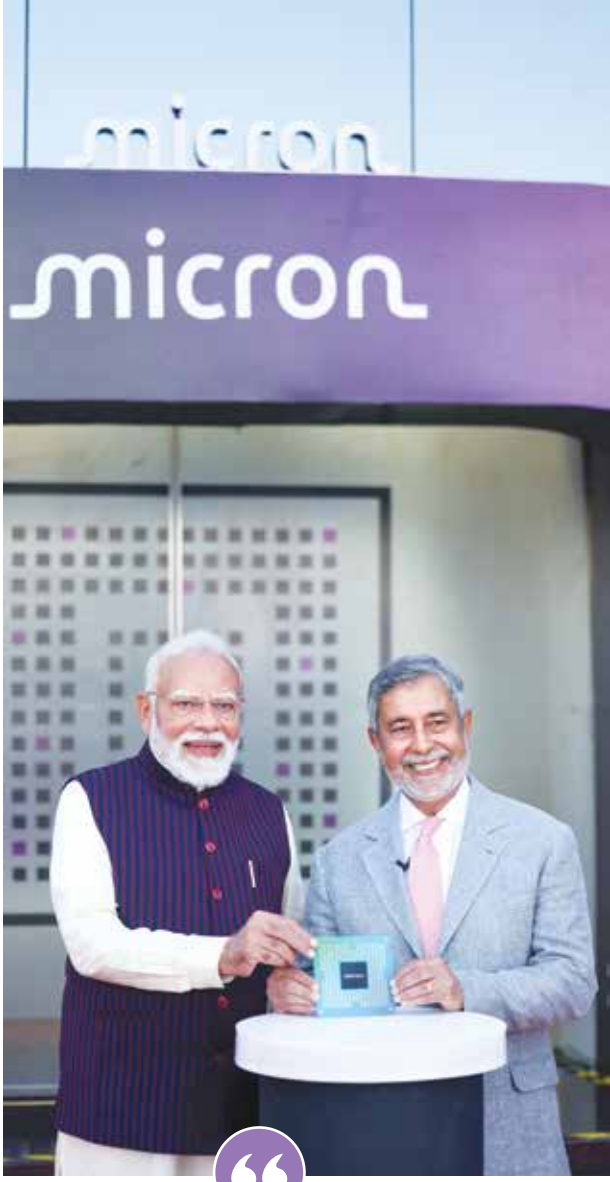

এপর্যন্ত সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচিতে ১০টি প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। মাইক্রন ছাড়াও আরও তিনটি প্রকল্পে শীঘ্রই উৎপাদন শুরু হবে। আমরা যে সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডল গড়ে তুলছি, তা কোনো একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি ভারতজুড়ে বিস্তৃত। অর্থাৎ বিকশিত ভারতের নতুন টেক হাব দেশের প্রতিটি প্রান্তে গড়ে উঠছে।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে এই QR কোডটি স্ক্যান করুন।

এইচসিএল-ফক্সকন যৌথ উদ্যোগের প্রকল্প - ইন্ডিয়া চিপ প্রাইভেট লিমিটেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরপ্রদেশের যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে এইচসিএল-ফক্সকন যৌথ উদ্যোগের প্রকল্প - ইন্ডিয়া চিপ প্রাইভেট লিমিটেডের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।
- প্রযুক্তিগত স্ব-নির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতের যাত্রাপথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হল, এইচসিএল-ফক্সকন সেমিকন্ডাক্টর ব্যবস্থা স্থাপন।
- এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, উচ্চপ্রযুক্তির ইলেক্ট্রনিক্স এবং সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে ভারতকে একটি বিশ্বস্ত আন্তর্জাতিক গন্তব্য হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

প্রকল্পে ৩,৭০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ

- ৩,৭০০ কোটি টাকার বেশির এই প্রকল্পে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন শক্তিশালী হবে, আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরি হবে।
- মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ, গাড়ি, বৈদ্যুতিন ভোগ্যপণ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে এটি প্রধান সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করবে।
- এই উদ্যোগ ভারতের সেমিকন্ডাক্টর পরিমণ্ডলকে চাঙ্গা করবে, উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
- প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ইঞ্জিনিয়ার, কারিগর এবং পেশাদারদের জন্য হাজার হাজার চাকরির সংস্থান হবে এবং সহায়ক শিল্পগুলির অগ্রগতি ত্বরান্বিত করবে।
- একটি শক্তিশালী এবং স্বনির্ভর বৈদ্যুতিন উৎপাদন পরিমণ্ডল গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল এই প্রকল্প।

গুজরাতে ভারত সেমিকন্ডাক্টর মিশনের প্রথম এটিএমপি-র উদ্বোধন

- সানন্দ এটিএমপি (অ্যাসেম্বলি, টেস্ট, মার্কিং এবং প্যাকেজিং) প্ল্যান্টে ভারতের প্রথম সেমিকন্ডাক্টর মেমোরি মডিউলের বাণিজ্যিক উৎপাদন ও প্রেরণ শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সেমিকন্ডাক্টর মূল্য শৃঙ্খলে ভারতের অবস্থানকে জোরদার করার লক্ষ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।
- সানন্দে এই প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ, ভারত সেমিকন্ডাক্টর মিশনের আওতায় এটিই প্রথম অনুমোদিত প্রকল্প। কৌশলগত সেমিকন্ডাক্টর বিনিয়োগকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে সরকারের অঙ্গীকারের বার্তা দিচ্ছে।
- পুরোপুরি কাজ শুরু হলে সানন্দ প্ল্যান্টে প্রায় ৫০০,০০০ বর্গফুট 'ক্লিনরুম' জায়গা থাকবে, যা বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ উত্থিত-মেঝে ক্লিনরুম হয়ে উঠবে।

গুজরাতের সানন্দে মাইক্রন সেমিকন্ডাক্টর টেকনোলজি ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, এই বছরের বাজেটে ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন ২.০ ঘোষণা করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল, উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি যন্ত্রাংশ এবং সামগ্রীর চাহিদা বাড়ানো।

তামিলনাড়ু ও পুদুচেরি পেল ৭,১০০ কোটি টাকার প্রকল্প

শক্তিশালী পরিকাঠামো... জীবন আরও উন্নত হবে

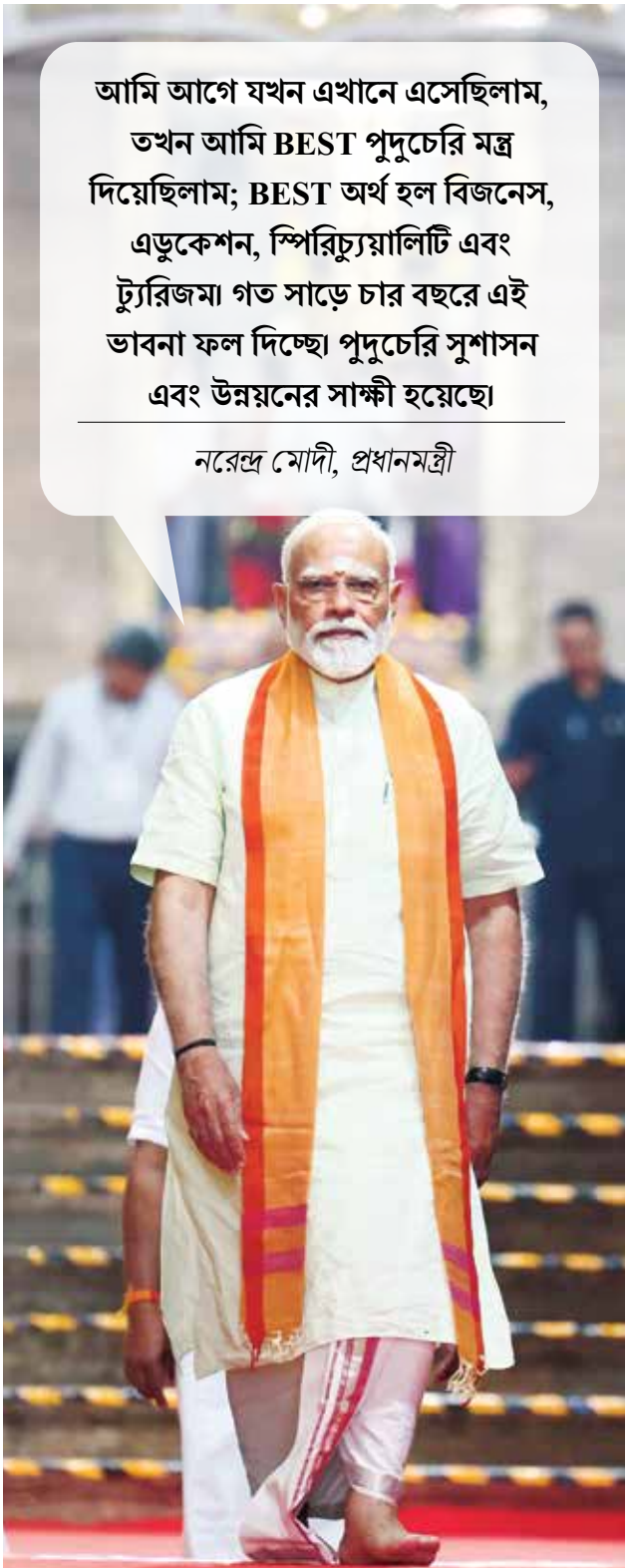

দেশের অগ্রগতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হল, শক্তিশালী এবং সশক্ত তরুণ, একটি সু-স্বাস্থ্যসম্মত কর্মীবাহিনী এবং শক্তিশালী পরিবহন যোগাযোগ সহ পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বিনিয়োগ। ভারত সরকার অত্যাধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে ধারাবাহিকভাবে কাজ করে চলেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ১২ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বেশি বিনিয়োগের অর্থ হল সড়ক, জল সরবরাহ ব্যবস্থা, উপকূলীয় পরিকাঠামো, বিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ, যেগুলি মানুষের জীবনকে সহজ করবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ মার্চ মাদুরাই-এ ৪,৪০০ কোটি টাকার এবং পুদুচেরিতে ২,৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

বিকশিত ভারতের ভাবনাকে পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে দেশকে প্রস্তুত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ১ মার্চ তামিল নাড়ুর মাদুরাইয়ে ৪,৪০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, উৎসর্গ এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পুদুচেরিতে তিনি পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করা, নাগরিকদের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ, শিল্পে অগ্রগতি, শিক্ষা, বিশ্বমানের স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সুস্থায়ী অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে একগুচ্ছ প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। বেশ কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাসও করেন তিনি। মাদুরাই এবং পুদুচেরিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, পরিকাঠামোর কাজ মাদুরাইয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে এবং তামিলনাড়ুর মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

মাদুরাইয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, উচ্চমানের পরিকাঠামো নির্মাণ মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যেই। বিগত এক দশক ধরে কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুর হাইওয়েগুলিতে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছে, তীর্থযাত্রীদের ভ্রমণের উন্নতি ঘটিয়েছে এবং কৃষিজাত ও সামুদ্রিক পণ্যের পরিবহণ সুগম করেছে। বিগত ১০ বছরে ভারতীয় রেল একটি আধুনিক, দক্ষ এবং জন-কেন্দ্রিক পরিবহণ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি দেখতে কিউআরকোড স্ক্যান করুন।

পুদুচেরিতে উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

- পিএম ই-বাস পরিষেবার আওতায় ই-বাস চালু।
- নিকাশি ও জল সরবরাহ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত পুদুচেরি সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন।
- করাইকলে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে ডঃ এপিজে আব্দুল কালাম ইঞ্জিনিয়ারিং ব্লক ও গঙ্গা হস্টেল, জেআইপিএমইআর-এ রিজিওনাল ক্যান্সার সেন্টারের আধুনিকীকরণ এবং পুদুচেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভবন ও হস্টেলের উদ্বোধন।
- ৭৫০ একরের করাসুর-সেদারাপেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া উৎসর্গ।
- প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার আওতায় ৪১টি গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, পুদুচেরিতে একটি ঐতিহ্যবাহী শহরের উন্নয়ন এবং MISHTI প্রকল্পের আওতায় ম্যানগ্রোভ সংরক্ষণ কাজের শিলান্যাস।

SASCI প্রকল্পে পুদুচেরির অন্তর্ভুক্তি

স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্স টু স্টেটস ফর ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট (SASCI)-এর আওতায় শহরাঞ্চলের রাস্তা, নিকাশি নেটওয়ার্ক, পাবলিক বিল্ডিং, ছাত্রছাত্রীদের হস্টেল এবং ক্রীড়া সুযোগ-সুবিধার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। ভারত সরকার SASCI প্রকল্পে পুদুচেরির অন্তর্ভুক্তিকে অনুমোদন করেছে, যা শুধুমাত্র কয়েকটি রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

তামিলনাড়ুতে দ্রুত উন্নয়ন

- ২০১৪ সাল থেকে তামিলনাড়ুতে ৪০০০ কিলোমিটার হাইওয়ে তৈরি করা হয়েছে।
- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর রেল বাজেট প্রায় ৯ গুণ বাড়ানো হয়েছে।
- ২০০৯-২০১৪ সালের মধ্যে বার্ষিক গড় বাজেট বরাদ্দ ছিল ৮৮০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে তা বেড়ে হয়েছে ৭,৬০০ কোটি টাকা।
- রাজ্যে ১৩০০ কিলোমিটারের বেশি নতুন রেললাইন বসানো হয়েছে এবং ৯৭ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।
- গত বছর ভারতের প্রথম উল্লম্ব সেতু নতুন পমবন ব্রিজের উদ্বোধন করা হয়েছে।
- বর্তমানে ৯টি বন্দে ভারত এবং ৯টি অমৃত ভারত ট্রেন তামিলনাড়ুর মানুষকে পরিষেবা প্রদান করছে, সেইসঙ্গে কোচ তৈরির জন্য চেন্নাইয়ে রয়েছে ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (আইসিএফ)।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের ৭৭টি রেল স্টেশনকে আধুনিক করে তোলা হচ্ছে।
- গত এক দশকে তামিলনাড়ুর জন্য পরিকাঠামো তহবিল তিন গুণ করা হয়েছে।

তামিলনাড়ুতে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ

- এনএইচ ৩৩২এ-এর মারাক্কনম-পুদুচেরি শাখার ৪ লেন এবং এনএইচ ৮৭-র পরমকুডি-রামানাথপুরম শাখার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।
- অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় মোরাপ্পুর, বোম্মিডি, শ্রীভিল্লিপুত্তুর, শোলাবন্দন, মণপ্পারাই, পোলাচী জংশন, করাইকুডি জংশন এবং থিরুভারু জংশন - নতুনভাবে সেজে ওঠা এই ৮টি রেল স্টেশনের উদ্বোধন।
- ৪ লেনের চেন্নাই বিচ-চেন্নাই এগমোর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ।
- কুম্বকোনম, ইয়েরকৌড এবং ভেলোরে ৩টি নতুন অল ইন্ডিয়া রেডিও এফএম রিলে ট্রান্সমিটারের উদ্বোধন।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বেঙ্গালুরু-চেন্নাই এবং চেন্নাই-হায়দরাবাদ বুলেট ট্রেন করিডরের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তামিলনাড়ুকে রেয়ার আর্থ করিডরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হল, উন্নত উৎপাদন, গবেষণা এবং প্রযুক্তির উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

কেন্দ্রীয় সরকার তামিলনাড়ুকে রেয়ার আর্থ করিডরে অন্তর্ভুক্ত করেছে, যার লক্ষ্য হল, উন্নত উৎপাদন, গবেষণা এবং প্রযুক্তির উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সরকারের সামগ্রিক লক্ষ্য হল, বিকশিত ভারত ২০৪৭ নির্মাণে তামিলনাড়ুকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ●

নমো ভারত সম্প্রসারণ

সহজ ও আরামদায়ক ভ্রমণ

কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীকে দ্রুতগতির পরিবহণ, যানজট ও দূষণমুক্ত এবং ভ্রমণের সুবিধাজনক উপায় করে দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আজ দেশে নমো ভারত এবং বন্দে ভারত ট্রেনের মতো আধুনিক সেমি-হাই-স্পিড ট্রেন চলাচল করছে এবং গত ১১ বছরে, মেট্রো দেশের বিভিন্ন শহরে পৌঁছেছে। এই উদ্দেশ্যে, প্রথমবারের মতো, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২২ ফেব্রুয়ারি মিরাটে নমো ভারত র‍্যাপিড রেল এবং মেট্রো পরিষেবা উদ্বোধন করেন…

২০১৪ সালের আগে, ভারতে মেট্রোর সম্প্রসারণ খুবই ধীরে হয়েছে। সেই সময়, মাত্র পাঁচটি শহরে মেট্রো চালু ছিল। আজ, দেশের ২৫টিরও বেশি শহরে মেট্রো নেটওয়ার্ক চালু রয়েছে, যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নেটওয়ার্কে পরিণত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের মিরাট সহ আরও অনেক শহরে মেট্রোর কাজ চলছে।

উত্তরপ্রদেশের মিরাটে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন যে দেশে প্রথমবারের মতো, নমো ভারত এক্সপ্রেস এবং মেট্রো রেল একই স্টেশনে ও একই ট্র্যাকে চলবে। যার মানে আপনি একই প্ল্যাটফর্ম থেকে শহরের মধ্যে ভ্রমণ করতে পারবেন এবং একই স্টেশন থেকে সরাসরি দিল্লিতে ভ্রমণ করতে পারবেন।

আধুনিক পরিকাঠামোর জন্য ব্যয় করা অর্থ মানুষের অর্থ সাশ্রয় করে এবং যুবকদের কাজের সুযোগ করে দেয়। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ এর একটা বড় উদাহরণ। এখানে নতুন এক্সপ্রেসওয়ে এবং ডেডিকেটেড ফ্রেইট করিডর তৈরি করা হচ্ছে। জেওয়ারে একটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তৈরি করা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি রূপায়িত হলে,

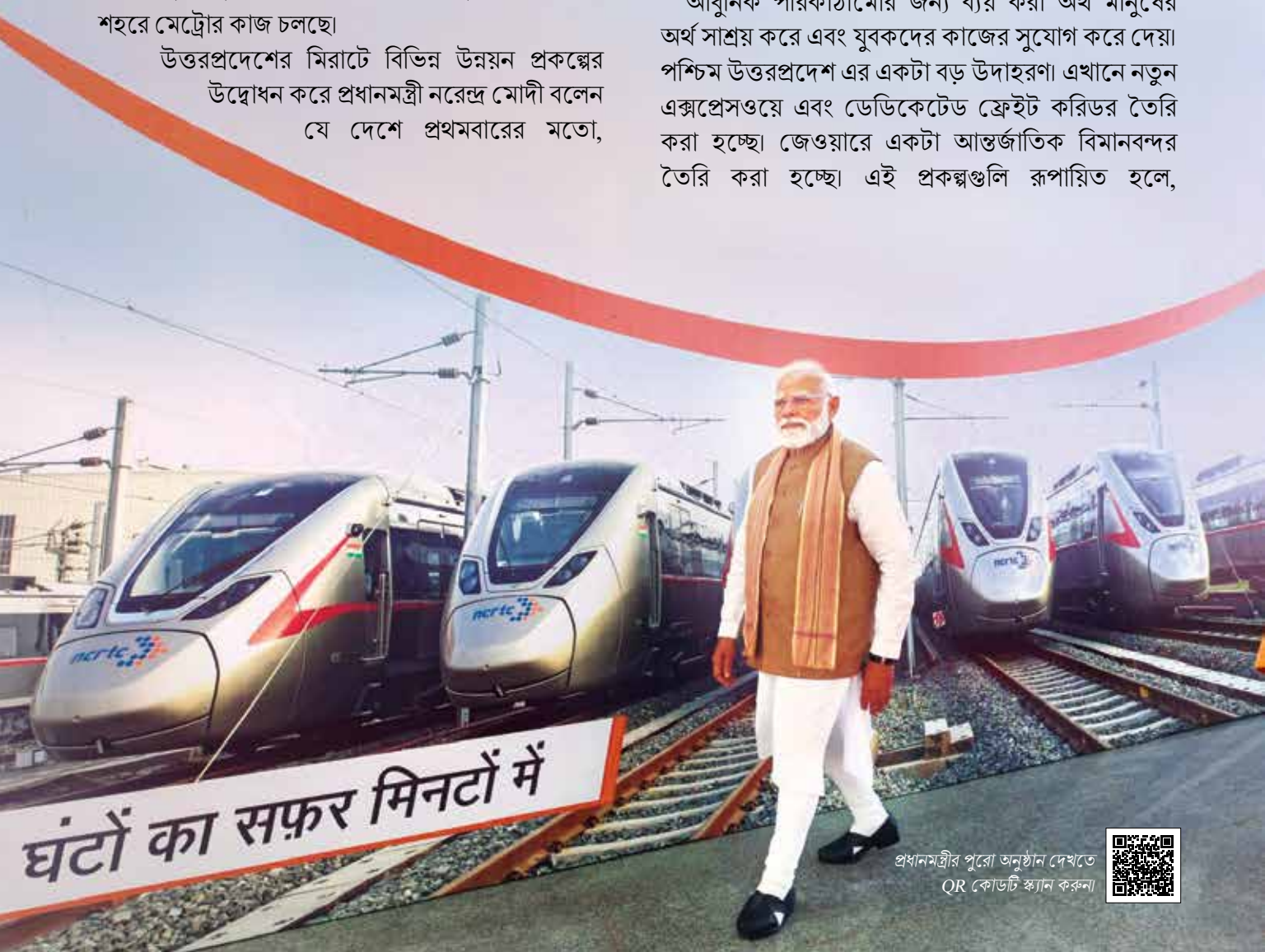

প্রধানমন্ত্রীর পুরো অনুষ্ঠান দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

মিরাট মেট্রো এবং নমো ভারত ট্রেনের যাত্রা শুরু

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শতাব্দী নগর নমো ভারত স্টেশনে মিরাট মেট্রো এবং নমো ভারত ট্রেনের যাত্রা শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি মেট্রোতে করে মিরাট সাউথ স্টেশনে যান। এই সময়ে তিনি অনেক স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী মিরাটে প্রায় ১২,৯৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করে তা জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই প্রকল্পগুলি শহরের গতিশীলতাকে বদলে দেবে এবং নাগরিকদের জীবনকে সহজ করবে।

আমাদের কর্মসংস্কৃতি হল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা যেকোন প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য দিনরাত কাজ করা। এবং তাই, প্রকল্পগুলি অতীতের মতো আর স্থবির থাকে না

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

দিল্লি-মিরাট নমো ভারত করিডর জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ

৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ দিল্লি-মিরাট নমো ভারত করিডর প্রধানমন্ত্রী মোদী জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন।

- ভারতের প্রথম নমো ভারত রিজিওনাল র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম (RRTS) – এর বাকি অংশগুলিরও উদ্বোধন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে দিল্লির সরাই কালে খান এবং নিউ অশোক নগরের মধ্যে ৫ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশ এবং উত্তরপ্রদেশের মিরাট দক্ষিণ এবং মোদীপুরমের মধ্যে ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ অংশ।
- ঘন্টায় ১৮০ কিলোমিটার গতিতে, নমো ভারত দেশের প্রথম আঞ্চলিক র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম।
- নমো ভারত সাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, মোদীনগর এবং মিরাটের মতো প্রধান নগরকেন্দ্রগুলিকে দিল্লির সঙ্গে আরও দ্রুত সংযুক্ত করবে।
- দিল্লিতে করিডরের শুরুর স্টেশন, সরাই কালে খান, চালু হওয়া চারটি নমো ভারত স্টেশনের মধ্যে একটি।
- এটা কৌশলগতভাবে একটা প্রধান মাল্টি-মডেল হাব হিসেবে অবস্থিত, যা হজরত নিজামউদ্দিন রেলওয়ে স্টেশন, দিল্লি মেট্রোর পিঙ্ক লাইন, বীর হাকিকত রায় ISBT এবং রিং রোডে সহজে প্রবেশাধিকার প্রদান করে।
- চালু হওয়া অন্য তিনটি নমো ভারত স্টেশন হল মিরাটের শতাব্দী নগর, বেগমপুল এবং মোদীপুরম।

মিরাট দক্ষিণ এবং মোদীপুরমের মধ্যে মিরাট মেট্রো পরিষেবার উদ্বোধন

- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মিরাট দক্ষিণ এবং মোদীপুরমের মধ্যে মিরাট মেট্রো পরিষেবাও উদ্বোধন করেছেন, যা নমো ভারত-এর মতো একই পরিকাঠামোতে পরিচালিত হবে।
- এটা দেশের মধ্যে এই ধরণের প্রথম উদ্যোগ। মিরাট মেট্রো হবে ভারতের দ্রুততম মেট্রো ব্যবস্থা, যার সর্বোচ্চ অপারেটিং গতি প্রায় ১২০কিমি/ঘন্টা।
- মেট্রোটি সব নির্ধারিত স্টপ সহ সমগ্র দূরত্ব মাত্র ৩০ মিনিটের মধ্যে অতিক্রম করবে।
- একই পরিকাঠামোতে চলমান নমো ভারত এবং মিরাট মেট্রো উচ্চগতির আন্তঃনগর ভ্রমণ এবং মসৃণ আন্তঃনগর চলাচলকে সহজতর করবে, যা নগর ও আঞ্চলিক পরিবহণের জন্য একটা নজির স্থাপন করবে।
- সড়ক যানজট কমবে, যার ফলে যানবাহনের কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমবে।

কর্মসংস্থান তৈরি হবে এবং পরবর্তীকালে নতুন শিল্প তৈরি হবে, যা আরও কর্মসংস্থান তৈরি করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে উত্তরপ্রদেশ শ্রম ও সৃজনশীলতার ভূমি। এর কৃষক, পশুপালক, ছোট এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, তাঁতি এবং কারিগররা সকলেই ঐতিহ্য এবং উন্নয়নের মন্ত্রকে ধারণ করছেন। ভারতের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, উত্তরপ্রদেশের এইসব বন্ধুরাও উপকৃত হচ্ছেন।

বাজেট ওয়েবিনার

বড় লক্ষ্য অর্জনের পথে এক ধাপ

বাজেটের পর প্রতি বছর অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারগুলি শুধু ভাবনা বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং একটা কার্যকর মস্তিষ্কপ্রসূত প্ল্যাটফর্মও হয়ে উঠেছে। এগুলি মানুষের অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারিক চ্যালেঞ্জের ওপর ভিত্তি করে পরামর্শ দেয়, অর্থনৈতিক কৌশল উন্নত করতে এবং সমাধান খুঁজে পেতে সহায়তা করে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথাক্রমে ২৭ ফেব্রুয়ারি এবং ৩ মার্চ বাজেট ওয়েবিনারগুলিতে "একটি উন্নত ভারতের জন্য প্রযুক্তি, সংস্কার এবং অর্থায়ন" এবং "সুস্থায়ী ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালীকরণ" বিষয়গুলিতে ভাষণ দেন।

গত দশকে ভারত অসাধারণ স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে এবং এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয়। এই স্থিতিস্থাপকতা দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে পরিচালিত সংস্কারের ফল। সরকার প্রক্রিয়াগুলি সরল করেছে এবং ব্যবসা করার সহজতা উন্নত করেছে। তা প্রযুক্তিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রসারিত করেছে, প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করেছে এবং আজ, দেশ সংস্কারের ধারায় চলছে। "একটা উন্নত ভারতের জন্য প্রযুক্তি, সংস্কার এবং অর্থায়ন" শীর্ষক এক ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, এই গতি বজায় রাখার জন্য শুধু নীতিগত উদ্দেশ্যের ওপর নয় বরং পরিষেবার উৎকর্ষতার ওপরও মন দেওয়া দরকার। সংস্কারগুলি শুধুই ঘোষণার মাধ্যমে নয় বরং তাদের কার্যকর প্রভাবের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা উচিৎ। এআই, ব্লকচেইন এবং ডেটা বিশ্লেষণের ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে স্বচ্ছতার গতি এবং জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করতে হবে। অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমেও প্রভাবগুলি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

গত এক দশক ধরে, পরিকাঠামোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। সরকার সচেতনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভারতের উন্নয়ন শুধু মাত্র মহাসড়ক, রেলপথ, বন্দর, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার মতো বিভিন্ন বাস্তব সম্পদ তৈরির মাধ্যমেই অর্জিত হবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আমি সব অংশীদার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাজার, শিল্প, পেশাদার এবং উদ্ভাবকদের এই বাজেটে উন্মুক্ত নতুন সুযোগগুলি কাজে লাগানোর এবং তাদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। আপনাদের অংশগ্রহণ বাস্তবায়নকে উন্নত করবে এবং আপনাদের প্রতিক্রিয়া এবং সমর্থন আরও ভালো ফলাফলের দিকে পরিচালিত

বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনার গুরুত্বপূর্ণ

বাজেট প্রায়শই বিভিন্ন মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করা হয়। কখনও আলোচনাটি শেয়ার বাজারের কর্মক্ষমতা আবার কখনও বা তা আয়করের প্রস্তাবের ওপর আলোকপাত করে। সত্য হল জাতীয় বাজেট একটা স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়িক দলিল নয়; এটা একটা নীতিগত রোডম্যাপ। তাই বাজেটের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে হবে সুনির্দিষ্ট পরিকাঠামোগুলির ওপরঃ নীতিমালা যা পরিকাঠামো সম্প্রসারণ করে, ঋণ প্রবাহকে সহজ করে এবং ব্যবসা সহজ করার পথ উন্নত করে। বাজেটের সিদ্ধান্তগুলি অর্থনীতিকে স্থায়ী শক্তি দেয়। সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল, কোন বাজেটকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা উচিৎ নয়। প্রতিটি বাজেট বৃহত্তর লক্ষ্যের দিকে এক পদক্ষেপ এবং দেশের লক্ষ্য হল ২০৪৭ সালের মধ্যে একটা বিকশিত ভারত গড়ে তোলা। প্রতিটি সংস্কার, প্রতিটি বরাদ্দ এবং প্রতিটি পরিবর্তনকে এই দীর্ঘ যাত্রার অংশ হিসেবে দেখা উচিৎ।

বাজেট-পরবর্তী ওয়েবিনারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়...

- ওয়েবিনারে সরকারি মূলধন ব্যয় বৃদ্ধি, পরিকাঠামো উন্নয়ন, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের সংস্কার এবং আর্থিক ক্ষেত্রের কাঠামো শক্তিশালী করার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- কর সংস্কারের মাধ্যমে মূলধন বাজার শক্তিশালী করা এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রা সহজতর করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।
- ওয়েবিনারটির লক্ষ্য ছিল অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং ২০২৬-২৭ আর্থিক বছরের বাজেট ঘোষণার জোরালো বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য অংশগ্রহকারীদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করা।
- ওয়েবিনারটি শিল্প, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাজারে অংশগ্রহণকারী, সরকার, শিল্প নিয়ন্ত্রক এবং শিক্ষাবিদদের একত্রিত করে মূল বাজেট ঘোষণার কার্যকর বাস্তবায়নের পথগুলি নিয়ে আলোচনা করে।

“ আমরা বিদেশী বিনিয়োগ কাঠামো আরও সরলীকরণ করছি। আমাদের প্রচেষ্টা হল ব্যবস্থাটিকে আরও অনুমানযোগ্য এবং বিনিয়োগকারী-বান্ধব করে তোলা। আমরা দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন উন্নত করা এবং বন্ড বাজারকে আরও গতিশীল করার জন্য পদক্ষেপ নিচ্ছি

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

(২৮ ফেব্রুয়ারি বাজেট ওয়েবিনারে)

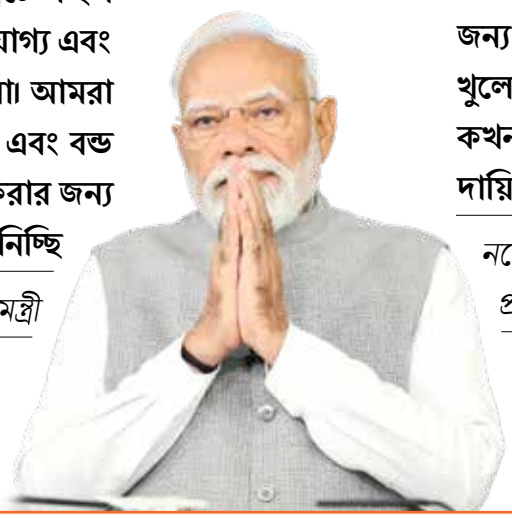

ভারত অনেক দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি করেছে। আমাদের জন্য সুযোগের এক বিশাল দরজা খুলে গেছে। তাই, মানের সঙ্গে কখনও আপোষ না করা আমাদের দায়িত্ব।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

(৩ মার্চ বাজেট ওয়েবিনারে)

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ কর্মসূচি দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন।

করবে। আসুন আমরা সকলে সংস্কার করি, বৃদ্ধি করি এবং এমন একটা ভবিষ্যৎ গড়ে তুলি যা দ্রুত একটা বিকশিত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে।”

৩ মার্চ “সুস্থায়ী এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জোরদার করা” শীর্ষক বাজেট ওয়েবিনারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে আজ বিশ্ব একটি নির্ভরযোগ্য এবং স্থিতিস্থাপক উৎপাদন অংশীদার খুঁজছে। ভারতের কাছে এই ভূমিকা দৃঢ়ভাবে পালন করার সুযোগ রয়েছে। ●

ভারতের সামুদ্রিক বিপ্লবকে শক্তিশালী করা

আয়তনের দিক থেকে দেশের প্রায় ৯৫% এবং মূল্যের দিক থেকে প্রায় ৭০% বাণিজ্য এখনও দেশের সামুদ্রিক পথ দিয়ে চলে, যা সমুদ্রকে ভারতের বাণিজ্যের জীবনরেখা হিসেবে তুলে ধরে। এই প্রাণশক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য, সাগরমালা কর্মসূচি সামুদ্রিক অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭ এবং সামুদ্রিক ভারত ভিশন ২০৩০'র একটা মূল স্তম্ভ। সাগরমালা কর্মসূচি ২৫ মার্চ তার ১১তম বার্ষিকী পূর্ণ করেছে, ২৮০টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে, বন্দর উন্নয়ন এবং সংযোগ জোরদার করা হয়েছে…

২০৪৭ সালের মধ্যে আত্মনির্ভর ভারত এবং বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, বর্তমান সরকার অসংখ্য কর্মসূচি এবং উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত ভারত তার ৭,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং ১৪,৫০০ কিলোমিটার সম্ভাব্য নৌযান চলাচলের উপযোগী জলপথকে সুযোগের ক্যানভাসে রূপান্তরিত করছে। ভারত একটা বিশ্বব্যাপী সামুদ্রিক শক্তি হয়ে ওঠার জন্য একটি সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র গড়ে তোলার জন্য কাজ করছে। এই লক্ষ্যে, ভারতের সরবরাহ ব্যয় হ্রাস, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উপকূলীয় নাগরিকদের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করার জন্য সামুদ্রিক অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭ এবং সামুদ্রিক ভারত ভিশন ২০৩০ চালু করা হয়েছে। এর প্রধান লক্ষ্যগুলি ২০১৫ সালের ২৫ মার্চ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা কর্তৃক অনুমোদিত সাগরমালা দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, ২০১৬ সালের ১৪ এপ্রিল, মেরিটাইম ইন্ডিয়া সামিট ২০১৬-তে এই ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ সম্পর্কে বক্তব্য রেখে বলেছিলেন, " ভারতে আসার এটাই সঠিক সময়। সমুদ্রপথে আসা আরও ভালো। ভারতীয় জাহাজগুলি দীর্ঘ পথের জন্য সজ্জিত। এই সুযোগটা হাতছাড়া করবেন না।"

মেরিটাইম ভিশন ২০৩০'র ওপর ভিত্তি করে, মেরিটাইম অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭-এর লক্ষ্য হল প্রতি বছর ৪ মিলিয়ন GRT জাহাজ নির্মাণ ক্ষমতা অর্জন

পাঁচটি স্তম্ভ

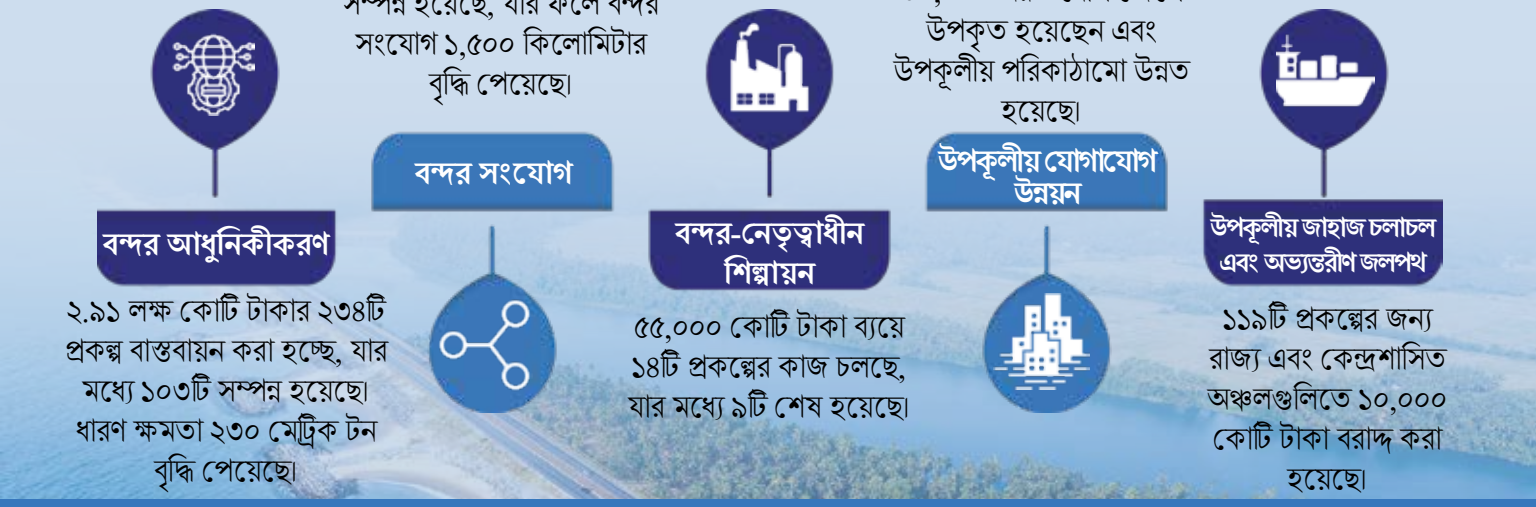

সড়ক ও রেল প্রকল্প

যদিও সাগরমালা কর্মসূচির নামকরণ করা হয়েছে সাগরমালার নামে, এতে ২৭২টি সড়ক ও রেল সংযোগ প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৭৪টি প্রকল্প শেষ হয়েছে, ৬৭টি নির্মাণাধীন এবং ১৩১টি বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

১২৮টি প্রকল্পে অর্থায়ন

২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাগরমালা কর্মসূচির অধীনে ১২৮টি প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন অনুমোদিত হয়েছে, যার মোট ব্যয় ৮,৯৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭৮টি প্রকল্প শেষ হয়েছে এবং ৩,৫৮১ কোটি টাকা মূল্যের ৫০টি প্রকল্প বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এবং ১০ বিলিয়ন মেট্রিক টন বন্দর পরিচালনা করা। লক্ষ্য হল, ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে শীর্ষ পাঁচটি জাহাজ নির্মাণকারী দেশের মধ্যে স্থান করে দেওয়া। সাগরমালা কর্মসূচি এই লক্ষ্যগুলি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সাগরমালা কর্মসূচির অধীনে প্রায় ৮৩৯টি প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়েছে, যার আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৫.৭৯ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে, ২.৪২ লক্ষ কোটি টাকার মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১১৯টি প্রকল্প সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP) মোডের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২৮০টি সাগরমালা প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে, যার বিনিয়োগ প্রায় ১.৪২ লক্ষ কোটি টাকা। ১.৬২ লক্ষ কোটি টাকার ২০৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং ২.৭৫ লক্ষ কোটি টাকার ৩৫০টি প্রকল্প উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। সাগরমালা ভারতের বন্দরগুলির পরিচালনার গতি বৃদ্ধি করেছে, উপকূলীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করেছে এবং অভ্যন্তরীণ জলপথকে পুনরুজ্জীবিত করেছে, বিশ্বব্যাপী সরবরাহের র‍্যাঙ্কিং উন্নত করেছে। ভারত সরকারের তথ্য দেখাচ্ছে যে এক দশকে উপকূলীয় জাহাজ চলাচল ১১৮% বেড়েছে, রো-প্যাক্স ফেরিগুলি ৪০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী পরিবহণ করেছে। অভ্যন্তরীণ জলপথে পণ্য পরিবহণ ৭০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বের শীর্ষ ১০০টি বন্দরের মধ্যে নয়টি ভারতীয় বন্দর রয়েছে, যার মধ্যে বিশাখাপত্তনম শীর্ষ ২০টি কন্টেইনার বন্দরের মধ্যে রয়েছে। ভারতীয় বন্দরগুলি এখন গুরুত্বপূর্ণ সূচকগুলিতে উন্নত সামুদ্রিক দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে।

সাগরমালা... পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি

সাগরমালার প্রতিটি স্তম্ভ ডিজিটাল পরিকাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উপকূলীয় সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ এবং রপ্তানি-আমদানি বাণিজ্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধিতে বন্দর পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য একত্রিত। বহুমাত্রিক লজিস্টিক পার্ক, জাহাজ মেরামত ক্লাস্টার এবং সবুজ হাইড্রোজেন জ্বালানি কেন্দ্রের মতো সহায়ক শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করা হবে, যা একটা শক্তিশালী অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলবে - জীবিকা, আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক বৃদ্ধি ঘটাবে। সামুদ্রিক অমৃত কাল ভিশন ২০৪৭ সালের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে।

রাষ্ট্রপতির সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর জীবন
জাতির প্রতি অটুট উৎসর্গের প্রতীক

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লাল কেল্লা থেকে পাঁচটি মূল নীতির রূপরেখা তুলে ধরেন। এর মধ্যে একটি ছিল দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি। এই কারণেই আজ দেশ দাসত্বের প্রতীকগুলিকে পরিত্যাগ করেছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীকগুলিকে আপন করে নিতে শুরু করেছে। রাষ্ট্রপতি ভবনও এক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি 'রাজাজি উৎসব' উদযাপন করেছে। এই উপলক্ষে, রাষ্ট্রপতি ভবনের কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গনে স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারীর একটি মূর্তি উন্মোচন করা হয়েছে···

স্বাধীন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ছিলেন তাদের মধ্যে একজন যারা ক্ষমতাকে পদ হিসেবে নয় বরং একটা সেবা হিসেবে দেখে ছিলেন। জনজীবনে তাঁর আচরণ, আত্মসংযম এবং স্বাধীন চিন্তাভাবনা জাতিকে অনুপ্রাণিত করে। দুর্ভাগ্যবশত, স্বাধীনতার পরেও ব্রিটিশ প্রশাসকদের মূর্তি রাষ্ট্রপতি ভবনে রয়ে গেছে কিন্তু জাতির শ্রেষ্ঠ পুত্রদের মূর্তিগুলিকে স্থান দেওয়া হয়নি। ব্রিটিশ স্থপতি এডউইন লুটিয়েন্সের একটা মূর্তিও রাষ্ট্রপতি ভবনে দাঁড়িয়ে আছে। মূর্তিটি এখন সি. রাজাগোপালাচারীর একটি মূর্তির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, যিনি রাজাজি নামে পরিচিত, যা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উন্মোচন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন যে রাজাজি যখন গভর্নমেন্ট হাউসে (বর্তমানে রাষ্ট্রপতি ভবন নামে পরিচিত) পৌঁছন, তখন তিনি তাঁর ঘরে রামকৃষ্ণ পরমহংস এবং মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি টাঙিয়ে ছিলেন। রাজাজির চিন্তাভাবনা এবং কর্মকাণ্ড ভারতীয় চেতনা এবং সমস্ত ভারতীয়দের, বিশেষ করে দুর্বল শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর সংযোগকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। রাষ্ট্রপতি বলেন যে রাষ্ট্রপতি ভবন "রাষ্ট্রের ভবন"; এটা দেশের নাগরিকদের। ভারতের গণতন্ত্রের ঐতিহ্য এবং তার সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে আগ্রহী সবাইকে স্বাগত জানাতে রাষ্ট্রপতি ভবন এবং সিমলা, হায়দ্রাবাদ ও

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজাজি উৎসব

- রাষ্ট্রপতি রাজাজির জীবন ও কাজের ওপর ভিত্তি করে তৈরি ছবি এবং পাণ্ডুলিপির উন্মোচন করেন। একটা পুস্তক প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। রাজাজির জীবনের ওপর একটি চলচ্চিত্রও দেখানো হয়।
- রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানের অংশ হিসেবে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপভোগ করেন।

দাসত্বের মানসিকতা থেকে মুক্তি

মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির বিপরীতে অশোক মন্ডপের কাছে বিশাল সিঁড়িতে স্থাপিত সি. রাজাগোপালাচারীর মূর্তিটি এডউইন লুটিয়েন্সের মূর্তির জায়গায় বসানো হয়েছে। এই উদ্যোগটি ঔপনিবেশিক মানসিকতার চিহ্ন মুছে ফেলার এবং ভারতের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং কালজয়ী পরম্পরাগুলিকে গর্বের সঙ্গে আপন করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপের একটা অংশ।

পরিবর্তনগুলি সরকারের "সেবার মনোভাব" প্রতিফলিত করে

রাজভবন বদলে গেছে লোকভবনে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পরিণত হয়েছে সেবা তীর্থে। কেন্দ্রীয় সচিবালয়কে কর্তব্য ভবনে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগের ফৌজদারি আইন সংশোধন করা হয়েছে। ইন্ডিয়া গেটের কাছে স্থাপন করা হয়েছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর একটা মূর্তি। জাতীয় যুদ্ধ স্মারক নির্মিত হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলি শুধুই প্রতীকী নয় বরং প্রতিফলিত করে সরকারের "সেবার মনোভাব"।

... যখন রাজাজি রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সের মধ্যে কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন

ব্রিটিশ শাসনকালে, ভারতের মানুষ দুর্ভিক্ষ এবং খরার মতো অসংখ্য দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছিল। স্বাধীনতার পরেও, নাগরিকরা খাদ্য ঘাটতির সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। বহুমুখী রাজাজি তাঁর দেশবাসীর প্রতি করুণা এবং কৃষকদের অনুপ্রাণিত করার জন্য, রাষ্ট্রপতি ভবন কমপ্লেক্সের মধ্যে ফসল ফলানোর জন্য কৃষিকাজ শুরু করেছিলেন। তিনি নিজেই ক্ষেত চাষ করে একটা অনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তাছাড়াও আইন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার, প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থ, তামিল ও ইংরেজি লেখা, কবিতা ও সঙ্গীত এবং রাজনীতি ও শাসন ব্যবস্থায় তাঁর অবদান এই ক্ষেত্রগুলিকে সমৃদ্ধ করেছে।

> **একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা, যা আমাদের ভাগ্য গঠনকারী এবং ঔপনিবেশিক মানসিকতার অবশিষ্টাংশ ত্যাগ করার জন্য ভারতের দৃঢ় সংকল্পকে প্রতিফলিত করে। রাজাজি ছিলেন একজন বিশাল পন্ডিত, স্বাধীনতা সংগ্রামী, চিন্তাবিদ এবং প্রশাসক। তাঁর জীবন সততা, বুদ্ধিমত্তা এবং জাতির প্রতি অবিচল অঙ্গীকারের প্রতীক**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

দেরাদুনে রাষ্ট্রপতির অন্যান্য সরকারি বাসভবনগুলিও খুলে দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, আগে ভারতকে শোষণকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী কর্মকর্তাদের প্রতিকৃতি রাষ্ট্রপতি ভবনের করিডরে টাঙানো হত। এখন, "পরম বীর দীর্ঘ" নামে পরিচিত গ্যালারিটি পরম বীর চক্র পুরস্কারপ্রাপ্তদের প্রতিকৃতি দিয়ে সজ্জিত। ভারতের ধ্রুপদী ভাষাগুলিতে গ্রন্থ এবং পাণ্ডুলিপিতে সঞ্চিত জ্ঞানের মহান ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে গ্রন্থ কুটির তৈরি করা হয়েছে।

"রাজাজি উৎসব" অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সময় উপরাষ্ট্রপতি সি. পি. রাধাকৃষ্ণান বলেন, রাজাজি উৎসব উদযাপনের মাধ্যমে আমরা ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার থেকে মুক্তির আরেকটা মাইলফলক অর্জন করেছি। ভারত ঔপনিবেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত হচ্ছে। এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়; এটা শাসন, আইন, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জাতীয় পরিচয়ের ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিক রূপান্তর। ●

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

রাজস্থান এক নতুন উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে

রাজস্থানকে দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, প্রতিটি ক্ষেত্র – রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা – শক্তিশালী করা হচ্ছে। কারণ রাজস্থান যখন উন্নত হবে, তখন এখানকার প্রতিটি পরিবারের জীবন সমৃদ্ধ হবে। রাজ্য এবং তার নাগরিকদের সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজস্থানের আজমীরে প্রায় ১৭,০০০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

উন্নত সড়ক, আধুনিক রেল এবং বিমান যোগাযোগ শুধুই ভ্রমণকে সহজ করে না বরং গোটা অঞ্চলের ভাগ্যকেও বদলে দেয়। যখন প্রতিটি গ্রামে ভালো সড়ক পৌঁছায়, তখন কৃষকরা ন্যায্য মূল্যে তাদের ফসল বিক্রি করতে সক্ষম হয়। ব্যবসায়ীরা সহজেই তাদের পণ্য রপ্তানি করতে পারে। রাজস্থানের আজমীরে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধনের সময় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, পর্যটকরা এলে হোটেলের সমৃদ্ধি, খাবার সমৃদ্ধি এবং কচুরি এবং ডাল বাটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এখানে রাজস্থানী কারিগরদের তৈরি পণ্য বিক্রি হয়, ট্যাক্সি চলে এবং গাইডরা কাজ খুঁজে পায়। এর অর্থ হল একজন পর্যটক অনেক পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে সরকার রাজস্থানে আধুনিক যোগাযোগের ওপর জোর দিচ্ছে।

সরকারের নদী সংযোগ অভিযান থেকে রাজস্থান বিরাটভাবে উপকৃত হতে চলেছে। সংশোধিত পার্বতী-কালিসিন্ধ-চম্বল সংযোগ প্রকল্প হোক বা যমুনা-রাজস্থান লিঙ্ক প্রকল্প, ডাবল-ইঞ্জিন সরকার এই ধরণের অসংখ্য সেচ প্রকল্প থেকে কৃষকদের সুবিধা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

রাজস্থানে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

- রাজস্থানের আজমীরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে এবং ১৬,৬৮০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়েছে।
- এই প্রকল্পগুলিতে নগর উন্নয়ন, পানীয় জল সরবরাহ, রাস্তা, সেচ, জ্বালানি এবং শিল্প পরিকাঠামো সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
- রাজস্থানের সরকারি বিভাগ এবং সংস্থাগুলিতে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত যুবকদের ২১,৮০০টিরও বেশি নিয়োগপত্র বিতরণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন যে ঝালাওয়ার, বারান, কোটা এবং বুন্দি জেলার জন্য বেশ কয়েকটি জল প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে রাজস্থানে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি করা আমাদের প্রচেষ্টা।

> রাজস্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগের সুযোগও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিল্লি-মুম্বাই শিল্প করিডরের পাশে শিল্পের জন্য একটি অসাধারণ পরিকাঠামো তৈরি হচ্ছে - *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

ভারত-কানাডার অংশীদারিত্ব

পুঁজি এবং সম্ভাবনার মিলন

ভারত এবং কানাডা বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিগুলির মধ্যে প্রাণবন্ত গণতন্ত্র। ভারত আজ বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল প্রধান অর্থনীতি। এই রূপান্তর সম্ভব হয়েছে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ চাহিদা, তরুণ জনসংখ্যা, বিশাল বিনিয়োগ, ডিজিটাল প্রযুক্তির শক্তি এবং ভারতের সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে। ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ পর্যন্ত কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির ভারত সফরের মাধ্যমে মূলধন এবং সম্ভাবনার এই সম্মিলিত শক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে···

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির এই সফর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এটা কার্নির প্রথম ভারত সফর এবং ২০১৮ সালের পর কোন কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভারতে আসা। এই সফরের সময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সাক্ষরিত হয় এবং বেশ কয়েকটি ঘোষণা করা হয়। এক যৌথ বিবৃতিতে, কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ৭৯তম বার্ষিকী উদযাপন করে দুই দেশের নেতারা কানাডা-ভারত সম্পর্কের গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেন। দুই নেতা উচ্চস্তরের আলোচনা অব্যাহত রাখার জন্য স্বাগত জানান এবং আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে যৌথ বিবৃতিতে বর্ণিত উদ্যোগগুলি ভারত-কানাডা অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করবে, পারস্পরিক আস্থা জোরদার করবে এবং দুই দেশ ও তাদের জনগণের জন্য সুনির্দিষ্ট, দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারত-কানাডা CEO ফোরামেও ভাষণ দিয়েছিলেন, তিনি জোর দিয়েছিলেন যে আমাদের অংশীদারিত্ব শুধু জাতীয় রাজধানীতেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিৎ নয়; আমাদের অবশ্যই এটা রাজ্য এবং প্রদেশগুলিতে প্রসারিত করতে হবে।

ভারত ও কানাডা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। আমরা বৈচিত্র্য উদযাপন করি। মানবতার কল্যাণ আমাদের যৌথ দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করে

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

চুক্তি

- ভারত-কানাডা ব্যাপক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তির জন্য রেফারেন্সের শর্তাবলী
- প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনে সহযোগিতার বিষয়ে ভারত-কানাডা-অস্ট্রেলিয়া ত্রিপাক্ষিক চুক্তি।
- পারমাণবিক শক্তি বিভাগ এবং কানাডিয়ান কোম্পানি ক্যামেকোর মধ্যে ইউরেনিয়াম ওর কনসেনট্রেট সরবরাহের জন্য বাণিজ্যিক যোগাযোগ।
- গ্লোবালিঙ্ক রিসার্চ ইন্টার্নশিপের জন্য AICTE এবং কানাডার Mitacs-এর মধ্যে চুক্তি।
- গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের ক্ষেত্রে সহযোগিতার জন্য চুক্তি
- নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার প্রচারের বিষয়ে চুক্তি

ঘোষণা

- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি এবং উদ্ভাবনের মতো ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৪টি চুক্তি।
- কানাডা আন্তর্জাতিক সৌর জোট এবং গ্লোবাল বায়োফুয়েল অ্যালায়েন্সে যোগ দেবে।
- ভারত-কানাডা সংসদীয় বন্ধুত্ব গ্রুপ প্রতিষ্ঠা।
- ভারত-কানাডা CEO ফোরাম পুনর্গঠন।
- ভারত-কানাডা প্রতিরক্ষা সংলাপ প্রতিষ্ঠা।
- বিশ্ববিদ্যালয় কানাডা একটা নতুন কানাডা-ভারত যৌথ প্রতিভা এবং উদ্ভাবন কৌশল চালু করেছে।

ভারত-ফ্রান্স সহযোগিতার এক নতুন অধ্যায়

কৌশলগত আস্থা থেকে বৈশ্বিক নেতৃত্ব

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে কয়েক দশক ধরে চলা কৌশলগত অংশীদারিত্ব নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, বহুমেরু বিশ্বব্যবস্থার প্রতি সমর্থন এবং বিশ্ব শান্তির প্রতি অঙ্গীকার দুই দেশকে স্বাভাবিক অংশীদার করে তুলেছে। ফরাসি রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রনের চতুর্থ ভারত সফর এই আস্থা এবং সহযোগিতাকে আরও জোরদার করেছে। এই সফরের সময়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, স্বচ্ছ শক্তি, প্রযুক্তি এবং শিক্ষার মতো জরুরি ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা ভারত-ফ্রান্স সম্পর্ককে নতুন দিকনির্দেশনা এবং গতি দেবে…

২০৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্তি হবে, একই সঙ্গে ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ১০০ বছর এবং কৌশলগত অংশীদারিত্বের ৫০ বছর পূর্তিও হবে। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতার দীর্ঘ ও শক্তিশালী ইতিহাস রয়েছে দুই দেশের। ফ্রান্স ভারতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা অংশীদারদের মধ্যে একটি। অসামরিক পারমাণবিক শক্তির ক্ষেত্রে সহযোগিতাও ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। সাম্প্রতিক সফরে বৃহৎ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সম্ভাব্য সহযোগিতার পাশাপাশি ছোট মডুলার রিঅ্যাক্টর এবং উন্নত মডুলার রিঅ্যাক্টরের মতো নতুন এবং উদীয়মান ক্ষেত্রগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইমানুয়েল ম্যাক্রন ১৭ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি ভারত সফর করেন এবং এই সফরের সময় তিনি মুম্বাই এবং দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি দেখতে QR কোডটি স্ক্যান করুন।

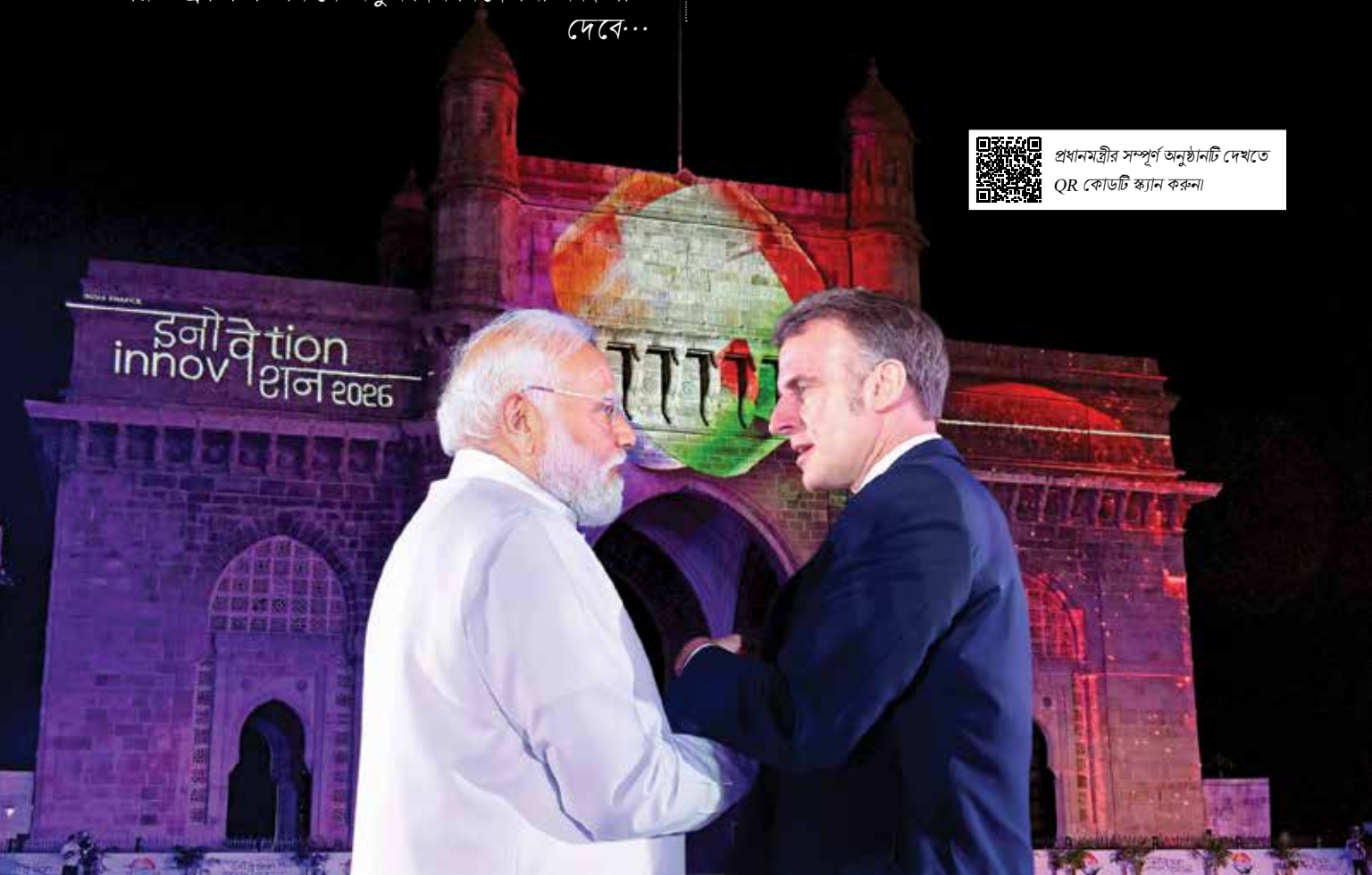

হেলিকপ্টার এবং জেট ইঞ্জিন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি

ভারত এবং ফ্রান্স রাফালে মেরিন যুদ্ধবিমান কেনার চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছে। তারা প্রতিরক্ষা বিমান চলাচলে, বিশেষ করে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের আওতায় যুদ্ধবিমান এবং তার ইঞ্জিন তৈরিতে তাদের অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে রাজি হয়েছে। ইন্ডিয়ান মাল্টি রোল হেলিকপ্টার (IMRH) উন্নত করার জন্য Safran এবং HAL –এর মধ্যে চলা অংশীদারিত্ব নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দুপক্ষই LEAP ইঞ্জিনের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত এবং ওভারহল (MRO) সুবিধা চালু করা, রাফালে বিমানে লাগানো M-88 ইঞ্জিনের জন্য একটা MRO সুবিধা বসানো এবং ভারতে হ্যামার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেডের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

দুই নেতাই যৌথভাবে H125 ফাইনাল অ্যাসেম্বলি লাইন উদ্বোধন করেছেন, যা ভারতে এই ধরণের প্রথম বেসরকারি ক্ষেত্রের হেলিকপ্টার উৎপাদন সুবিধা, একটি ঐতিহাসিক মেক-ইন-ইন্ডিয়া মাইলস্টোন, যা TATA অ্যাডভান্স সিস্টেম এবং এয়ারবাসের শক্তিকে একত্রিত করে ভারতের ক্রমবর্ধমান বাজার এবং তৃতীয় দেশে রপ্তানি করবে। প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের পিনাক MBRL-এ ফরাসী পক্ষের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের প্রশংসা করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আমন্ত্রণ

প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ২০২৬ সালে ফ্রান্সে আয়োজিত জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং ভারতকে শীর্ষ সম্মেলনের আগে আলোচনা এবং প্রস্তুতিমূলক কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্যও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, মূলত বিশ্বব্যাপী সমষ্টিগতভাবে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা মোকাবিলা ও আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব এবং সংহতির জন্য একটি নতুন দৃষ্টান্ত নির্ধারণের মূল বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনার জন্য।

ফ্রান্স ভারতের অন্যতম প্রাচীন কৌশলগত অংশীদার এবং রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রোঁর সঙ্গে মিলে আমরা এই কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অভূতপূর্ব গভীরতা এবং শক্তি দিয়েছি। এই বিশ্বাস এবং যৌথ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে, আজ আমরা আমাদের সম্পর্ককে একটি বিশেষ বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছি। এই অংশীদারিত্ব শুধুই কৌশলগত নয়। আজকের অস্থির যুগে, এটা বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা এবং বিশ্বব্যাপী অগ্রগতির জন্য একটা অংশীদারিত্ব

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বের দুটি প্রধান উদ্ভাবনী কেন্দ্র (ভারত এবং ফ্রান্স) একত্রিত হচ্ছে। উদ্ভাবন এবং বিশ্বাসের অভিন্ন মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক। এই দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, দুই দেশ ২০২৬ সালকে ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবনের বছর হিসেবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই বছর, ভারত এবং ফ্রান্স উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাইবারস্পেস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, সুস্থায়ী উন্নয়ন, সংস্কৃতি, সৃজনশীল অর্থনীতি এবং গবেষণা ও শিক্ষার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি চিত্তাকর্ষক সহযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। এই অনুষ্ঠানগুলির লক্ষ্য স্টার্টআপস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা এবং শিল্পের মধ্যে থাকা সহযোগিতাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নতুন সুযোগ তৈরি করা।

এক যৌথ বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, স্টার্টআপ ইন্ডিয়া প্রোগ্রামের জন্য ধন্যবাদ, এক দশকের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে পরিণত হয়েছে। ২০১৪ সালে ভারতে মাত্র চারটি ইউনিকর্ন ছিল কিন্তু আজ ১২০টিরও বেশি ইউনিকর্ন রয়েছে, যার মোট মূল্য ৩৫০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। আজ, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি বড় প্রযুক্তি কোম্পানি কোন না কোনভাবে ভারতীয় স্টার্টআপ এবং উদ্ভাবনের সঙ্গে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, যখন ভারতের গতি এবং স্কেল ফ্রান্সের শক্তির সঙ্গে মিলে যায়, তখন বিশ্বের জন্য নতুন পথ খুলে যায়। আজ, দুদেশের সেরা মেধা একত্রিত হয়েছে। দুই দেশ খোলা মনে একে অপরের প্রতিভাকে স্বাগত জানাচ্ছে। ফ্রান্স ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০,০০০ ভারতীয় শিক্ষার্থীকে আতিথেয়তা দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে।

কৌশল থেকে উদ্ভাবন
ভারত-ইজরায়েল সম্পর্কের সম্প্রসারণ

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইজরায়েল সফর ভারতের বিদেশনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন হিসেবে চিহ্নিত। এই সফর স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ভারত তার স্বাধীনতা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা কূটনীতির মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব জোরদার করতে দায়বদ্ধ। প্রতিরক্ষা, কৃষি, জল ব্যবস্থাপনা, উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রে সহযোগিতা নতুন গতি অর্জন করেছে এবং ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ক কৌশলগত অংশীদারিত্বের এক নতুন যুগে প্রবেশ করেছে…

ভারত সরকার ১৯৫০ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দিলেও, এই সম্পর্ক দুহাজার বছররেরও বেশি পুরনো। ইস্থার গ্রন্থে ভারতকে 'হোদু' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তালমুদেও প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে। এখন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত দশকে ভারত-ইজরায়েল সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। ২০০৬ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইজরায়েল সফর, ২০১৭ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথম সফর এবং এখন আবার ২০২৬-এর ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। নয় বছর আগে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে

> **"ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থ সরাসরি পশ্চিম এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশীলতার সঙ্গে জড়িত। তাই আমরা শুরু থেকেই সংলাপ এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানকে সমর্থন করে আসছি। এটা গ্লোবাল সাউথ এবং সমগ্র মানবতার আহ্বান**
>
> *নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী*

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

- কৌশলগত অংশীদারিত্বকে একটি নতুন স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক যৌথ কমিটি (JCM)কে মন্ত্রী পর্যায়ে উন্নীত করা
- জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টাদের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ এবং উদীয়মান প্রযুক্তিতে সহযোগিতার উদ্যোগ
- আর্থিক সংলাপ
- প্রযুক্তি-গেটওয়ে উদ্যোগ
- কৃষি গবেষণায় ২০টি যৌথ ফেলোশিপ
- যৌথ গবেষণায় দুপক্ষের অবদান বৃদ্ধি
- আগামী ৫ বছরে ৫০,০০০ পর্যন্ত ভারতীয় কর্মীর কোটা
- ভারত-ইজরায়েল অ্যাকাডেমিক সহযোগিতা ফোরাম
- ভারত-ইজরায়েল সংসদীয় বন্ধুত্ব গ্রুপ

সমঝোতা স্মারক এবং চুক্তি

- ভূ-জরিপ এবং অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা
- জাতীয় সামুদ্রিক ঐতিহ্য কমপ্লেক্সের উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা
- ২০২৬-২০২৯ সময়কালের জন্য সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি
- UPI বাস্তবায়নের বিষয়ে NPCI ইন্টারন্যাশনাল এবং MASAV-এর মধ্যে চুক্তি
- ভারত-ইজরায়েল উদ্ভাবন কেন্দ্র কৃষি (IINCA) প্রতিষ্ঠার বিষয়ে চুক্তি
- হরাইজন স্ক্যানিং ক্ষেত্রে সহযোগিতা
- মৎস্য ও জলজ পালন
- আন্তর্জাতিক আর্থিক পরিষেবা কেন্দ্র এবং ইজরায়েল সুরক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে সহযোগিতা
- বাণিজ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে শ্রম গতিশীলতা বাস্তবায়নের প্রোটোকল
- উৎপাদন ক্ষেত্রে শ্রম গতিশীলতা বাস্তবায়নের প্রোটোকল
- রেস্তোরাঁ ক্ষেত্রে শ্রম গতিশীলতা বাস্তবায়নের প্রোটোকল
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা প্রচারে সহযোগিতা
- ইজরায়েলি বাণিজ্যিক সালিশ ইনস্টিটিউট এবং ভারতীয় সালিশ কাউন্সিলের মধ্যে সহযোগিতা
- চতুর্থ ভারত-ইজরায়েল CEO ফোরামের প্রতিবেদন উপস্থাপন
- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চুক্তি (HUJI)
- ভারতে ভারত-ইজরায়েল সাইবার সেন্টার অফ এক্সেলেন্স প্রতিষ্ঠা
- কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত চুক্তি

ইজরায়েল সফর করেছিলেন। তাঁর সফরকালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইজরায়েলি নেসেটে ভাষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং ভারতের সম্মানে নেসেট ভারতীয় রঙে আলোকিত হয়েছিল। নেসেটে প্রধানমন্ত্রী মোদীর একটা বক্তব্য তাঁর ভাষণকে বিশেষ করে তুলেছিল যখন তিনি বলেছিলেন, " আমার জন্ম ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫০, যেদিন ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়।" সন্ত্রাসবাদী হামলায় প্রাণ হারানো মানুষদের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "ভারত তোমাদের ব্যাথা অনুভন করে এবং তোমাদের দুঃখ ভাগ করে নেয়।" ভারত এই মুহূর্তে এবং তারপরেও দৃঢ়ভাবে, পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে ইজরায়েলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কারণ সন্ত্রাসবাদকে ন্যায্যতা দিতে পারেনা। ভারতও দীর্ঘদিন ধরে সন্ত্রাসবাদের যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আমরা ২৬/১১ মুম্বাই হামলা এবং ইজরায়েলি নাগরিক সহ নিরীহ প্রাণহানির কথা মনে রাখি। আপনাদের মতো, আমাদেরও সন্ত্রাসবাদের প্রতি জিরো টলারেন্সের একটা ধারাবাহিক এবং আপোষহীন নীতি রয়েছে, কোন দ্বিমুখী

প্রযুক্তি প্রদর্শনী পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইজরায়েলি উদ্ভাবনের একটা প্রদর্শনী পরিদর্শন করেছেন। প্রদর্শনীতে কৃষি প্রযুক্তি, জল প্রযুক্তি, জলবায়ু প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য জৈব প্রযুক্তি, স্মার্ট গতিশীলতা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তিতে বিশেষজ্ঞ শীর্ষস্থানীয় কোম্পানি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রধানমন্ত্রীর সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি দেখতে QR কোড স্ক্যান করুন।

"স্পিকার অফ দ্য নেসেট মেডেল" -এ সম্মানিত

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে "স্পিকার অফ দ্য নেসেট" পদক দেওয়া হয়েছে। ভারত-ইজরায়েল কৌশলগত সম্পর্ক জোরদার করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ইজরায়েলের সংসদ নেসেট এই সম্মান প্রদান করেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মানপ্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। এটাকে নেসেটের সর্বোচ্চ সম্মান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী এই সম্মান ১.৪ বিলিয়ন ভারতীয় এবং ভারত-ইজরায়েল বন্ধুত্বের প্রতি উৎসর্গ করেছেন।

যৌথ বিবৃতির মূল বিষয়

প্রধানমন্ত্রী মোদীর ইজরায়েল সফরের সময় দুই দেশের মধ্যে বৈঠকের পর যখন যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয়, তখন আলোচনার মূল বিষয়গুলি ছিল শান্তি, উদ্ভাবন এবং সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব; ভবিষ্যতের জন্য একসঙ্গে; প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তা; প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন; সাইবার নিরাপত্তা; বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং সংযোগ; কৃষি, জল এবং পরিবেশগত নিরাপত্তা; সন্ত্রাসবাদ দমন; শান্তি প্রচার; সংসদীয় সহযোগিতা; জনগণের সঙ্গে জনগণের সহযোগিতা; এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা।

মানদণ্ড নেই। জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদিত গাজা শান্তি উদ্যোগ একটা পথ দেখিয়েছে। ভারত এই উদ্যোগের প্রতি তার দৃঢ় সমর্থন প্রকাশ করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে এটা প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধান সহ এই অঞ্চলের সব মানুষের জন্য একটা ন্যায্য এবং সুস্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতি বহন করে।

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারত এবং ইজরায়েলের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণেই দুই দেশের টিমই একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির জন্য কঠোর পরিশ্রম করছে। ইজরায়েল ভারত-পশ্চিম এশিয়া-ইউরোপ অর্থনৈতিক করিডর এবং ভারত, ইজরায়েল, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 12U2 কাঠামো সহ বিভিন্ন কাঠামোর অধীনেও ঘনিষ্টভাবে কাজ করবে। নির্ভুল সেচ এবং জল ব্যবস্থাপনায় ইজরায়েলের দক্ষতা ভারতের কৃষি পদ্ধতিকে রূপান্তরিত করেছে। ভারতে ৪৩টি উৎকর্ষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে ৫০০,০০০-এরও বেশি কৃষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। লক্ষ লক্ষ কৃষক এবং জেলেদের উপকারের জন্য এই কেন্দ্রগুলিকে ১০০তে সম্প্রসারিত করাই লক্ষ্য। ●

PMO India
@PMOIndia

पिछले एक दशक में infrastructure पर हमारा बहुत focus रहा है।

हमने सोच-समझकर ये फैसला किया कि भारत का विकास... Highways, Railways, Ports, Digital Network, Power Systems जैसे ठोस Assets को तैयार करके ही होगा।

ये आने वाले कई दशकों तक Productivity पैदा करेंगे।

इसी वजह से Public Capital Expenditure लगातार बढ़ाया जा रहा है: PM @narendramodi

Rajnath Singh
@rajnathsingh

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कच्चे जूट की MSP को ढाई गुना बढ़ाकर ₹5,925 प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय जूट किसानों की आमदनी में वृद्धि करेगा और किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा।

Amit Shah
@AmitShah

अतिक्रमण से, घुसपैठ से होने वाला डेमोग्राफी बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल, तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। मोदी सरकार इसका स्थायी समाधन करेगी।

Nitin Gadkari @nitin_gadkari

Union Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Shri @narendramodi Ji, has approved the Minimum Support Price (MSP) for Raw Jute for the Marketing Season 2026-27.

Ashwini Vaishnaw
@AshwiniVaishnaw

Global AI leaders uniting at the AI Impact Summit, to discuss and bring out AI's real impact on society.

Shaping AI for humanity: responsibly, inclusively, and at scale.

Kiren Rijiju
@KirenRijiju

हमारी कार्य-संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए, उसे पूरा करने के लिए दिन-रात एक कर दिया जाए।

इसलिए, अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती, भटकती नहीं हैं।

नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सब ने मुझे दिया था, और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है: माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी

PM inaugurates RRTS: 'Will make life easier'

Summit turning point of future global AI use: PM

PM Narendra Modi

'India reliable': PM woos global investors at chip plant launch

Assures Desired Lifestyle, Social Life To Int'l Firms

PM Modi at the Micron semiconductor assembly and test facility, Sanand, Saturday

PM Modi's ₹2,700-crore push for Puducherry infra, welfare

Accuses Congress of obstructing UT's growth

TRIBUNE NEWS SERVICE

NEW DELHI, MARCH 1

Prime Minister Narendra Modi on Sunday criticised the Congress, accusing it of obstructing Puducherry's growth. The PM also announced and launched development projects worth Rs 2,700 crore across the Union Territory. Addressing a public event, he said past Congress-led administrations had slowed progress, alleging that governance during those years was marked by instability, corruption, crime and hardship for poorer sections.

He also took a swipe at the Congress leadership, claiming the party had treated

PM Narendra Modi and CM N Rangaswamy in Puducherry on Sunday

ment trajectory and quot- brought stability and faster

DELHI, JERUSALEM TO JOINTLY DEVELOP, MANUFACTURE WEAPONS; FAST-TRACK TRADE PACT

India, Israel Elevate Ties to Special Strategic Partnership; Sign 16 MoUs

Decide to expand UPI coop, and partner on critical minerals, civil nuclear, space and emerging technologies

Zero Tolerance for Terror, India Stands Firmly with Israel: PM

India, like Israel, has an uncompromising policy of zero tolerance for terrorism, with no double standards, and supports all efforts for durable peace and regional stability, Prime Minister Narendra Modi said while addressing the Israeli Parliament on Wednesday. ▸▸ 2

Israel Set to Allow 50,000 More Indian Workers by 2030

Pacts to ensure safe mobility in services, construction, and caregiving sectors

No Double Standards on Terrorism; Back Gaza Peace Plan: Modi

শহিদ দিবস : মার্চ ২৩

দেশ কৃতজ্ঞ চিত্তে ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে

জাতীয় স্বার্থকে সর্বোচ্চ স্থানে রাখার আদর্শে ব্রতী অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব

ভারতমাতার জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন শহিদ ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেব। নিজের জীবনের থেকেও দেশপ্রেমকে তাঁরা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসকরা ১৯৩১ সালের ২৩ মার্চ এই তিন সাহসী স্বাধীনতা সংগ্রামীকে ফাঁসি দিয়েছিল। এই তিন দেশনায়কের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রতি বছর ২৩ মার্চ দিনটি শহিদ দিবস হিসেবে পালিত হয়। দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরুর আত্মবলিদান এই তিন যুবকের শৌর্য ও শক্তিশালী ভাবনা দেশজুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে উজ্জীবিত করেছিল। আগামী দিনেও দেশবাসীর কাছে এঁরা অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন...

দেশ ভগৎ সিং, রাজগুরু এবং সুখদেবকে তাঁদের আত্মবলিদানের জন্য শ্রদ্ধা জানায়। অকুতোভয় এই তিনজন স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁরা আমাদের অনুপ্রাণিত করেন।

নরেন্দ্র মোদী, প্রধানমন্ত্রী

নিউ ইন্ডিয়া
সমাচার
পাক্ষিক

RNI NO.: DELENG/2020/78811 MARCH 16-31, 2026
RNI Registered No DELENG/2020/78811 (Publishing Date: Mar 06,2026 Pages-52)

EDITOR IN CHIEF
Dhirendra Ojha
Principal Director General
Press Information Bureau, New Delhi

PUBLISHED:
Kanchan Prasad
Director General, on behalf of
Central Bureau Of Communication

PUBLISHED FROM:
Room No–278, Central Bureau Of Communication, 2nd Floor, Soochna Bhawan, New Delhi -110003